জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

বাইশে বইমেলা

২২ জানুয়ারি বইমেলার উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর্জেন্টিনার সাহিত্যিকদের কাজ এবার বিশেষ গুরুত্ব পাবে বইমেলায়। ভার্চুয়ালি দেখা যাবে বইমেলা

শীত-গরমের টানাপোড়েন

সামান্য বেড়েছে দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা। ভোর ও রাতের দিকে ঠান্ডা যথেষ্টই টের পাওয়া যাচ্ছে। মঙ্গলবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে দিনের তাপমাত্রা কিছুটা ঊর্ধ্বমুখী থাকতে পারে। তীব্র শীতে কাঁপছে পাহাড়

অমানবিক কমিশন, আবার বিএলও বিক্ষোভ মহানগরে

দৃষ্টান্ত, ২ অসুস্থকে সাগর থেকে কপ্টারে করে বাঙ্গুর হাসপাতালে

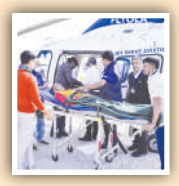

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ২২৯ ● ১৩ জানুয়ারি, ২০২৬ ● ২৮ পৌষ ১৪৩২ ● মঙ্গলবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 229 ● JAGO BANGLA ● TUESDAY ● 13 JANUARY, 2026 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

পদ্ধতিতেই গলদ, পত্রবাণ মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : এসআইআর-প্রক্রিয়া নিয়ে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ফের পত্রবাণ ছুঁড়ে দিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশেষ নিবিড় সংশোধনী চলাকালীন 'গুরুতর প্রক্রিয়াগত গলদ' ও হিয়ারিংয়ে 'অযৌক্তিক হয়রানি'র অভিযোগ তুলে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে পঞ্চম চিঠি পাঠালেন তিনি। তীব্র আক্রমণ শানিয়ে চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, নথি জমা দেওয়ার পরেও তার কোনও প্রাপ্তিস্বীকার করা হচ্ছে না। পরে যাচাই বা শুনানির সময় সেই নথিগুলিকে 'নট ফাউন্ড' বলে চিহ্নিত করে যোগ্য ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে।

১২ জানুয়ারি পাঠানো পঞ্চম চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, এসআইআর-প্রক্রিয়ায় শুনানির সময় ভোটাররা যোগ্যতা প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় নথি জমা দিচ্ছেন। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে সেই নথি জমা নেওয়ার কোনও রসিদ বা অ্যাকনলেজমেন্ট দেওয়া হচ্ছে না। পরবর্তীতে যাচাইপর্বে সেই নথি 'রেকর্ডে পাওয়া যাচ্ছে না' বলে জানিয়ে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর মতে, এই পদ্ধতি 'ফান্ডামেন্টালি ফ্লড অ্যান্ড

সার হয়রানি নিয়ে পঞ্চম চিঠি

আনটেনেবল'। নথি জমার প্রমাণ না থাকায় নাগরিকদের পুরোপুরি অভ্যন্তরীণ রেকর্ড-রক্ষণাবেক্ষণের ত্রুটির উপর নির্ভরশীল করে রাখা হচ্ছে বলেও অভিযোগ।

চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী আরও লিখেছেন, গোটা প্রক্রিয়া যান্ত্রিক এবং কেবল প্রযুক্তিগত খুঁটিনাটি-নির্ভর। যুক্তিবোধ বা সংবেদনশীলতার প্রয়োগ নেই। এর ফলে সাধারণ মানুষের উপর 'সিভিয়ার হ্যারাসমেন্ট' তৈরি হচ্ছে এবং সাংবিধানিক ভোটাধিকার থেকেও বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর উদ্দেশ্য হওয়ার কথা ভোটার তালিকা পরিশুদ্ধ করা। কিন্তু বর্তমান পদ্ধতিতে যোগ্য ও প্রকৃত ভোটাররাই বাদ পড়ার ঝুঁকিতে পড়ছেন। চিঠির দ্বিতীয় অংশে ২০০২ সালের ভোটার তালিকার প্রসঙ্গও তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, যেসব ভোটার ইতিমধ্যেই ২০০২ সালের তালিকার সঙ্গে নিজেদের নাম ম্যাপ করে সমস্ত সমর্থক নথি জমা দিয়েছেন, তাঁদের আবার নতুন করে শুনানির নোটিশ পাঠানো হচ্ছে। এতে অকারণে বিভ্রান্তি, ক্ষোভ এবং মাঠপর্যায়ের কর্মীদের বিরক্তি তৈরি হচ্ছে বলেও অভিযোগ।

চিঠির শেষে মুখ্যমন্ত্রী মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কাছে অবিলম্বে হস্তক্ষেপের আর্জি জানিয়েছেন, যাতে সাধারণ নাগরিক ও প্রশাসনিক যন্ত্রের উপর 'হয়রানি ও যন্ত্রণা' বন্ধ হয় এবং নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার সুরক্ষিত থাকে।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

হারিয়ে যাওয়া

হারিয়ে যাও না গোধূলিতে
হারিয়ে যাও আলো আঁধারে
যাও না হারিয়ে ধ্রুবতারার সাথে
লুকাও না ঊষার ভেতরে।।

লুকিয়ে ফেলো নিজেরে কখনো
নিশীথের তন্দ্রাবিহীন রাতে,
দেখো হৃদয়রাশির দিকে
সঁপে দাও নিজেকে ভুবন সাথে।।

সর্ষে ক্ষেতে ঢেউয়ের মাঝে
ঢেউ ঢেউ হয়ে দোলো,
হারিয়ে যাও ভবঘুরের সাজে
পুরানো স্মৃতিকণা ভোলো।।

মাঝে মাঝে হারিয়ে যাওয়া
নিজেরে একা করে পাওয়া,
একার মাঝারে বহুদ্বীপ হয়ে
হারানো সুর বাজিও।।

স্বামীজিকে শ্রদ্ধা

উন্নয়ন-খতিয়ান দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও নীতি অনুপ্রেরণায় একের পর এক কর্মসূচি নিয়ে চলেছে বাংলার সরকার। যুবদিবসে সেই কর্মসূচি ও উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরে স্বামীজিকে শ্রদ্ধা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৪তম জন্মজয়ন্তীতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, ভারতের

স্বাদেশিক আধ্যাত্মিক চেতনার প্রতীক স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তীতে তাঁকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের স্বদেশভক্তি ও সকল সমাজকর্মের অনুপ্রেরণা। তাঁর দেশপ্রেমের আদর্শ, দরিদ্রনারায়ণের সেবার বার্তা, ঐক্য, শান্তি ও সম্প্রীতির বাণী আমাকে সবসময় উদ্দীপিত করেছে। সর্ব-ধর্ম-সমন্বয়ের যে (এরপর ১০ পাতায়)

সিমলা স্ট্রিটের বাড়িতে স্বামীজিকে শ্রদ্ধা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

তৃণমূলের আর্জি, জবাব চাইল এবার সুপ্রিম কোর্ট

প্রতিবেদন : সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বেকায়দায় পড়ল নির্বাচন কমিশন। সরকারি বিজ্ঞপ্তি দিচ্ছে না কমিশন। আর তা না করেই হোয়াটসঅ্যাপে নির্দেশিকা দেওয়া হচ্ছে। কেন? তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন ও দোলা সেন বাংলায় চলা এসআইআর প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা করেছিলেন। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের প্রশ্নটি তুলে সওয়াল করেন আইনজীবী কপিল সিবাল। যে সওয়াল-জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বোচ্চ আদালত নোটিশ জারি করে কমিশনকে বলেছে, কেন বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপে নির্দেশ হচ্ছে তা এক সপ্তাহের মধ্যে জানাতে হবে। সোমবার মামলার পরবর্তী শুনানি।

অপরিকল্পিত সার

সোমবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চে এসআইআর মামলার সওয়াল করেন আইনজীবী কপিল সিবাল। তাঁর স্পষ্ট কথা, লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নামে যা চলছে তা (এরপর ১০ পাতায়)

ব্যক্তির থেকে দল বড়, প্রচার হোক উন্নয়নের

প্রতিবেদন : ব্যক্তির থেকে বড় দল, ছোটখাটো-মাঝারি নেতা তাঁদের নামে জয়ধ্বনি না দিয়ে দলটাকে ভালবেসে দলের নামে জয়ধ্বনি দেবেন। সোমবার মিলনমেলায় দলের আইটি সেলের প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্য ও তাঁর সহকর্মীদের তত্ত্বাবধানে হওয়া সোশ্যাল মিডিয়া ডিজিটাল কনক্লেভের মঞ্চ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেইসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের ডিজিটাল যোদ্ধাদের জন্য তাঁর বার্তা, আমাদের সরকারের ইতিবাচক প্রকল্প এবং কাজগুলো যাতে (এরপর ১২ পাতায়)

সোশ্যাল মিডিয়ার ডিজিটাল কনক্লেভ

'আমি বাংলার ডিজিটাল যোদ্ধা'র কনক্লেভে ডিজিটাল যোদ্ধাদের উষ্ণ অভ্যর্থনায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

নৃশংস বিজেপি রাজ্য

মহারাষ্ট্রে খুন বাঙালি শ্রমিক

প্রতিবেদন : ডাবল ইঞ্জিন রাজ্যে ফের নৃশংস ঘটনা। এবার মহারাষ্ট্র। খুন বাংলার শ্রমিক। ১৯ বছরের মোরসেলিম সর্দারকে খুন করে গাছে ঝুলিয়ে হয়েছিল। মোরসেলিম সর্দার দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীর বাসিন্দা। তরতাজা যুবককে বাংলায় কথা বলার অপরাধে খুন করে গাছের ডালে টাঙিয়ে দেওয়া হয়।

ডাবল ইঞ্জিন রাজ্যে মানুষ আর নিরাপদ নয়। পাশাপাশি এসআইআর আতঙ্কে সোমবারও মৃত্যুমিছিল। বাদুড়িয়ায় ৭৫ বছরের বৃদ্ধার আতঙ্কে মৃত্যু হয়েছে। কোলাঘাটে বৃদ্ধ এবং কালিয়াগঞ্জের প্রৌঢ়ের মৃত্যুও একইভাবে।

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

13 January, 2026 • Tuesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯৩৮ নবনীতা দেবসেন (১৯৩৮-২০১৯)

এদিন জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্রোহের সরবতাই বিপ্লবের আগমনি বার্তা বয়ে আনে। অথচ সেই সরবতা উচ্চকিত না হয়েও যে বৈপ্লবিক চেতনার বিস্তার করা যায়, তা লেখিকা নবনীতা দেবসেন দেখিয়ে দিয়েছেন। নারীবাদী লেখিকা হিসাবে কখনওই তিনি সরব হয়ে ওঠেননি। অথচ, তার অবকাশ ছিল। তাঁর পরিবারের মধ্যেই সে-রসদ মজুত ছিল। মা রাধারানি দেবী ছিলেন রক্ষণশীল পুরুষশাসিত সমাজের প্রগতিশীল নারীকণ্ঠের উজ্জ্বল প্রতিভূ। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে আয়োজিত বিতর্কসভায় 'ডিভোর্স উচিত কি না' বিষয়ে অনুরূপা দেবীর বিপক্ষ বক্তব্যকে খণ্ডন করে তাঁর সপক্ষে জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন করেছিলেন তেরো বছর বয়সে বাল্যবিধবা রাধারানি দেবী। শরৎচন্দ্রদের আপত্তিকে অতিক্রম করে নারী হিসাবে 'রবিবাসর'-এর সাহিত্যের আড্ডায় তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, নারীকণ্ঠেও তাঁর আত্মমর্যাদাবোধকে দিয়েছেন বনেদি আভিজাত্য। সেই রাধারানি দেবীর কন্যা নবনীতা লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় (পিএইচডি) থেকে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে নবনীতার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও গবেষণার ব্যাপ্তিই শুধু নয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সুদীর্ঘকাল (১৯৭৫-২০০২) অধ্যাপনার পাশাপাশি আমেরিকার কলোরাডো কলেজে মেটাগ প্রফেসর থেকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে রাধাকৃষ্ণন স্মারক লেকচারার সর্বত্র বিদ্যাচর্চায় স্বমহিমার বিস্তারিত হয়েছেন। শুধু তাই নয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়েই আত্মতৃপ্ত হননি, স্বভাবসুলভ ভাবেই নিজেকে উচ্চশিক্ষার সোপানে শামিল করেছিলেন। হিন্দি, ওড়িয়া, অসমিয়া, সংস্কৃত, জার্মান, হিব্রু এবং ইংরেজি প্রভৃতি ভাষায় তাঁর বিদুষী প্রকৃতির অনন্যতা আপনাতেই সবুজ সজীবতা লাভ করে। ব্যক্তিত্বের বহুমুখী বিস্তারে নবনীতা রাধারানিকেও ছাপিয়ে যান। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অবিসংবাদিত নারীব্যক্তিত্বের উৎকর্ষমুখর প্রকৃতি পুরস্কার-সম্মাননায় (পদ্মশ্রী, সাহিত্য অকাদেমি, বিদ্যাসাগর পুরস্কার, দেশিকোত্তম প্রভৃতি) স্বীকৃতি লাভ করে।

১৯২৬ শক্তি সামন্ত (১৯২৬-২০০৯) এদিন বর্ধমানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে, 'অমানুষ' সেজে উত্তমকুমার প্রমাণ করেছিলেন— আসল 'মাটির হাঁড়ে' সুস্বাদু চা গোটা দেশে সুপারহিট হতে পারে। তাঁর হাত ধরেই হিন্দি সিনে পাড়ায় পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পেয়েছেন শর্মিলা ঠাকুর, শাম্মী কাপুর, রাজেশ খান্নারা। নতুন ইমেজ, নতুন ধারা, নতুন কাহিনি দিয়ে মুম্বই সিনেজগতের মোড় ঘুড়িয়ে দিয়েছিলেন। বলিউডে রাজত্ব করা বাঙালি পরিচালকদের অন্যতম ছিলেন তিনি। বাপি লাহিড়ীকে মুম্বইয়ে প্রতিষ্ঠার পিছনেও রয়েছে তাঁর অনেক অবদান। 'চায়না টাউন', 'হাওড়া ব্রিজ', 'কাশ্মীর কি কলি', 'কাটি পাতাং', 'অ্যান ইভনিং ইন প্যারিস', 'আরাধনা', 'অমানুষ', 'আনন্দ আশ্রম', 'অন্যায় অবিচার'-এর মতো একাধারে ব্যবসা-সফল ও আলোচিত ছবির জনক শক্তি সামন্ত ছিলেন বলিউডের অন্যতম সেরা প্রতিভাবান পরিচালক ও প্রযোজক। তিনি শক্তি ফিল্মস-এর প্রতিষ্ঠাতাও বটে।

১৯৫৯ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৭-১৯৫৯) এদিন প্রয়াত হন। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ও 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' নামক অভিধানের প্রণেতা। ৪০ বছরের সাধনায় তিনি ওই অভিধান প্রণয়ন করেন। মহাত্মা গান্ধী তাঁর 'হরিজন' পত্রিকায় হরিচরণকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গিলবার্ট মারের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।

১৮৫৯ ভূপেন্দ্রনাথ বসু (১৮৫৯-১৯২৪) এদিন খানাকুলে রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে স্নাতক হন। ১৮৮৩ সালে অ্যাটর্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আইন ডিগ্রি অর্জন করেন। বি এন বসু অ্যান্ড কোম্পানি নামে ল ফার্ম প্রতিষ্ঠা করেন, যার অফিস কলকাতার ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিটে এখনও 'টেম্পল চেম্বার' নামে পরিচিত। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। মোহনবাগান ক্লাবের প্রথম সভাপতি।

১৮৯৪ রমানাথ বিশ্বাস (১৮৯৪-১৯৫৫) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। সাইকেল নিয়ে বিশ্বভ্রমণ! ৯০ বছর আগে যে বাঙালির স্পর্ধায় অবাক হয়েছিল দুনিয়া তিনিই রমানাথ বিশ্বাস। ১৯৩১ সাল। সিঙ্গাপুর থেকে প্যাডেল চলা শুরু হল। দুটো চাদর, চটি, আর সাইকেল মেরামতির বাক্স সম্বল করে দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশই তিনি ঘুরলেন। তবে এখানেই থেমে রইল না যাত্রা। ১৯৩৪ এবং ১৯৩৬ সালে আরও দু'বার সাইকেল বের হয় রাস্তায়। আফগানিস্তান, সিরিয়া, লেবানন হয়ে প্রায় গোটা ইউরোপ, এবং শেষমেশ আফ্রিকা আর আমেরিকা— রামনাথের কাছে হার মেনেছিল সমস্ত বাধা-বিপর্যয়।

১২ জানুয়ারি কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪০৫০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪১২০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩৪২০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	২৫৮০০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	২৫৮১০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯১.০৫	৮৯.০৬
ইউরো	১০৬.৬১	১০৪.০০
পাউন্ড	১২২.৭৭	১১৯.৮২

নজরকাড়া ইনস্টা

প্রিয়াঙ্কা চোপড়া

দেব

কর্মসূচি

গোলপার্ক-এ স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তিতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, নুপুর রায়

শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল যুব ও চাঁপদানি শহর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের স্বামীজির জন্মদিবসে পদযাত্রায় জেলা তৃণমূল সভাপতি অরিন্দম গুঁই, যুব সভানেত্রী প্রিয়াঙ্কা অধিকারী, পুরপ্রধান সুরেশ মিশ্র, অপরূপ মাজি প্রমুখ।

স্বামীজির জন্মদিবসে কোন্নগর তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক প্রবীর ঘোষাল, কোন্নগর পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন দাস, উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব প্রমুখ।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৬১৩

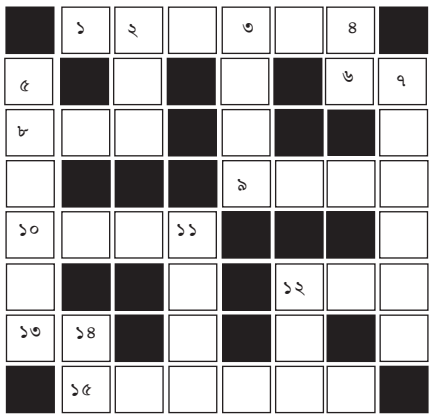

পাশাপাশি : ১. দাতব্য চিকিৎসালয় ৬. যে মাসে বাঘেরও শীত লাগে ৮. ল্যাঙট ৯. অর্থ লাভের জন্য যে সবরকম নিগ্রহ স্বীকার করে ১০. উদ্বাস্তু ১২. ছাদের কিনারা ১৩. শত্রু ১৫. লঘু আঘাত।

উপর-নিচ : ২. তুরকি যোদ্ধা ৩. অস্ত্রহীন, নিরস্ত্র ৪. সংবৎসর ৫. জীবিকা ও উপজীবিকা ৭. গৃহস্থালি, গার্হস্থ্য ১১. ক্রুদ্ধ ১২. কাঁদিছে—পাপী হাহাকার রবে ১৪. সেতু, সাঁকো।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৬১২ : **পাশাপাশি :** ২. জন্মইস্তক ৫. নমনীয় ৬. পাবকি ৭. দলবল ৯. শিবদ্রুম ১২. কর্ণক ১৩. দায়দাবি ১৪. খণ্ডিতখুর। **উপর-নিচ :** ১. ধনমদ ২. জয়পাল ৩. ইনকিলাব ৪. কবোষ্ণ ৮. বনকপোত ৯. শিকদার ১০. মধ্যবিন্দু ১১. সম্মুখ।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর

13 January, 2026 • Tuesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
১৩ জানুয়ারি ২০২৬
মঙ্গলবার

সিমলা স্ট্রিটে জন্মভিটেতে বিবেক-স্মরণ অভিষেকের

সম্প্রীতির চিরন্তন পথপ্রদর্শক স্বামীজিকে শ্রদ্ধা অভিষেকের

প্রতিবেদন : প্রতিবছরের মতো এবছরও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবসে সিমলা স্ট্রিটের বাড়িতে গিয়ে শ্রদ্ধা জানালেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বামীজির পাশাপাশি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও সারদা মায়ের প্রতিকৃতিতেও মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান অভিষেক। স্বামীজির ১৬৩তম জন্মবার্ষিকীতে তাঁর পৈতৃক ভিটে সিমলা স্ট্রিটের বাড়িতে গিয়ে এদিন স্বামীজির মূর্তিতে ফুলমালা অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান তিনি। সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা, বিধায়ক বিবেক গুপ্ত। মহারাজদের সঙ্গে স্বামীজির বাড়ি পরিদর্শনের পাশাপাশি তাঁদের সঙ্গে কুশল বিনিময়ও করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। পুজো দেন স্বামীজির বাড়িতে থাকা শিবলিঙ্গেও। অভিষেককে কাছে পেয়ে নিজেদের সুবিধা-অসুবিধার কথা জানান মহারাজেরা। তৃণমূলের সাংসদের হাতে তাঁরা তুলে দেন স্বামীজির প্রতিকৃতি। সিমলা স্ট্রিটে যাওয়ার আগে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে অভিষেক লেখেন, এমন এক সময়ে যখন বিভেদ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পরিচয়কে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, তখন স্বামীজির সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব এবং ধর্মের মধ্যে সম্প্রীতির বার্তা চিরন্তন পথপ্রদর্শক হিসেবে দাঁড়িয়ে আছেন। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকীতে আমি সেই মহান আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই যাঁর চিন্তাভাবনা ভারতের নৈতিক ও বৌদ্ধিক বিবেককে আলোকিত করে চলেছে। করুণার মধ্যে নিহিত শক্তি, যুক্তিসঙ্গত বিশ্বাস এবং সহানুভূতি-সহ সেবার জন্য তাঁর আহ্বান আজও গভীরভাবে প্রাসঙ্গিক। স্বামীজি আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে মানবতার সেবাই হল ঐশ্বরিক সেবা।

‘আমি বাংলার ডিজিটাল যোদ্ধা’ কনক্লেভে নানা মুহূর্তে অভিষেক

অন্য আইপ্যাক অফিসে কেন ইডি-অভিযান নয়, প্রশ্ন করুন

প্রতিবেদন : সোমবার তৃণমূলের সোশ্যাল মিডিয়া ডিজিটাল কনক্লেভের মঞ্চ থেকে বিজেপির এজেন্সি পলিটিক্সের বিরুদ্ধে ফের গর্জে উঠলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, আইপ্যাকের তিনজন ডিরেক্টর। একজনের বাড়িতে রেইড কেন? দিল্লি, হায়দরাবাদ আর চেন্নাইয়েও অফিস রয়েছে আইপ্যাকের। তবে শুধু কলকাতার দফতরে রেইড কেন? আসলে ওরা রেইড করতে আসেনি, এসেছিল তথ্য চুরি করতে। এগুলো মানুষকে বোঝান। ফেসবুক লাইভ করুন। যাদের টিভিতে টাকা নিতে দেখা যায়, তারা সাধু-পুরুষ! মনে নেই গতবার আমার ফোনে পেগাসাস ঢুকিয়েছিল। তাও হেরেছে। এবারও হারবে। এরা এতটাই প্রতিহিংসাপরায়ণ যে, আমার স্ত্রী-ছোট ছেলে-মেয়েকেও ছাড়েনি। ওরা বলছে, কয়লা-কাণ্ডের জন্য এই রেইড। এতে আপত্তি আছে। কারণ, কয়লা-কাণ্ডে গত তিন বছর কাউকে সমন করেনি!

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

13 January, 2026 • Tuesday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

অসাংবিধানিক

মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনার প্রধান রাজ ঠাকরে। সোমবার প্রকাশ্য সভায় বলেছেন, হিন্দিভাষী, মূলত উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের পরিযায়ী শ্রমিকদের মহারাষ্ট্র থেকে তাড়ানো হবে। রাজ ঠাকরে এ-ধরনের হুমকি মাঝে মধ্যেই দিয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁর এবারের লক্ষ্য হিন্দি। জোর করে হিন্দি ভাষা চাপানোর চেষ্টা করছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। তার পরিপ্রেক্ষিতেই এই মন্তব্য। এই মন্তব্য সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্তু প্রশ্ন হল, হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে বিজেপির তরফ থেকে। ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম তফসিল বলছে, সংবিধান স্বীকৃত ভাষা হল ২২টি। আগে ছিল ১৪টি। পরে আরও ৮টি যোগ হয়। সংবিধানের কোথাও বলা নেই হিন্দি দেশের রাষ্ট্রভাষা। কিন্তু বিজেপি জোর করে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার রাজনীতি শুরু করেছে। হিসেব করলে দেখা যাবে ভারতের মতো বহু ভাষাভাষীর দেশে ৭০০-র বেশি ভাষায় মানুষ কথা বলেন। সেই কারণেই সংবিধান প্রণেতারা কোনও একটি ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার স্বীকৃতি দেননি। সম্প্রতি প্রাক্তন ক্রিকেটার সঞ্জয় বাঙ্গার টেলিভিশনে ধারাবিবরণী দিতে গিয়ে হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা বলেছেন। একইভাবে বিজেপি নেতারাও নানা জায়গায় বাঙ্গারের ভাষায় কথা বলছেন। ফলে তাঁদের কাছে বাঙ্গারদের মন্তব্যের প্রতিবাদ আশা করা যায় না। এই আচরণ দেশের সংবিধান এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে পদে পদে লাঞ্ছিত করছে। ভারতবর্ষ পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ। অসাংবিধানিক এবং অগণতান্ত্রিক নির্দেশ যারাই চাপাতে গিয়েছে, তাদের পরিণতি বিজেপি ইতিহাস দেখে জেনে নিক।

e-mail থেকে চিঠি

স্বামীজির হিন্দুত্ব মোটেই গেরুয়া হিন্দুবাদীর ধর্মদর্শন নয়

‘জাগোবাংলা’র রবিবার বিভাগে স্বামী বিবেকানন্দ বিষয়ক নিবন্ধের পাঠ প্রতিক্রিয়ায় এই পত্র প্রেরণ। উক্ত নিবন্ধে সঠিক ভাবেই বলা হয়েছে, বিবেকানন্দের মতাদর্শ অনুযায়ী, “হিন্দুর আধ্যাত্মিক জীবনের লক্ষ্য ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্যকে উপলব্ধি করা। কিন্তু, তার জন্য কোন নির্দিষ্ট মত বা পথকেই সত্য বলে ঘোষণা করা হিন্দুত্বের ধারণার পরিপন্থী। “অন্যান্য ধর্ম কতকগুলি নির্দিষ্ট মতবাদ বিধিবদ্ধ করিয়া সমগ্র সমাজকে বলপূর্বক সেগুলি মানাইবার চেষ্টা করে। সমাজের সম্মুখে তাহারা একমাপের জামা রাখিয়া দেয়; জ্যাক, জন, হেনরি প্রভৃতি সকলকেই ঐ এক মাপের জামা পরিতে হইবে। যদি জন বা হেনরির গায়ে না লাগে, তবে তাহাকে জামা না পরিয়া খালি গায়েই থাকিতে হইবে। হিন্দুগণ আবিষ্কার করিয়াছেন : আপেক্ষিককে আশ্রয় করিয়াই নিরপেক্ষ পরম তত্ত্ব চিন্তা উপলব্ধি বা প্রকাশ করা সম্ভব;” (শিকাগো ধর্মমহাসভায় ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩ নবম দিবসের অধিবেশনে স্বামীজির পঠিত প্রবন্ধ। ১/২৫)। তাঁর কথায় হিন্দুত্বের আধারশিলা হল ধর্ম ও সহিষ্ণুতা। যা কিছু ধর্মের অবিরোধী তাকে গ্রহণ করতে হিন্দুত্বে বাধা নাই। আবার যা কিছু ধর্মবিরোধী তা শ্রেষ্ঠতম মহর্ষি কর্তৃক উপদিষ্ট হলেও হিন্দুত্ব তাকে স্বীকার করে না। এই ধর্মবোধই হিন্দুত্বের সহিষ্ণুতার আধার। অধর্ম ভিন্ন সমস্ত কিছুই হিন্দুত্ব সহন করতে সক্ষম। এমনকী ঈশ্বরের স্বরূপ ও তার উপাসনার পদ্ধতি সম্পর্কিত চিন্তার বিবিধতা ও স্বাধীনতা কেবল হিন্দুত্বেই স্বীকৃত। আমরা শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, নিরাকার, যাজ্ঞিক যে সম্প্রদায়েরই হই না কেন ধর্মকে মানি এবং সেজন্যই আমরা প্রত্যেকেই অন্যের মতের প্রতি সহিষ্ণু। ‘ভারতবর্ষের হিন্দু সন্ন্যাসী’— সম্ভবত এটিই স্বামী বিবেকানন্দের উদ্দেশে সর্বাধিক প্রযুক্ত সফল বিশেষণ। আর আজ যখন গেরুয়া পন্থীদের কারণে ‘হিন্দু’ শব্দটি সঙ্কীর্ণতা, পশ্চাৎপদতা, অপদার্থতার সমার্থক হয়ে উঠছে সেই সময় স্বামীজীর কথাগুলো শুভবুদ্ধি সম্পন্ন ভারতীয় নাগরিকদের পীড়া দিচ্ছে। বীর সন্ন্যাসী স্পষ্ট শব্দে বলেছেন, ‘‘আমরা হিন্দু। আমি এই ‘হিন্দু’ শব্দটিকে কোন মন্দ অর্থে ব্যবহার করিতেছি না; আর যাহারা মনে করে, ইহার কোন মন্দ অর্থ আছে, তাহাদের সহিত আমার মতের মিল নাই।” আর এখন বিজেপিপন্থী হিন্দুত্ববাদীদের কার্যদোষে ‘হিন্দু’ শব্দটি অপকর্ষ গত অর্থে এত বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে যে স্বামীজি স্বদেহে স্বদেশে আজ থাকলে নিজেই জানিয়ে দিতেন এই বিজেপিপন্থী হিন্দুত্ববাদীদের সঙ্গে তাঁর ‘মতের মিল নাই’।

— শুভ্রনীল পত্তিনায়ক

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি
ফের বুঝবে বহিরাগত দুর্বৃত্তরা

দেওয়াল লিখন স্পষ্ট। আবার জিতবে বাংলা। দিল্লিওয়ালারা ভুলে যাচ্ছেন, ‘বাংলার মাটি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুর্জয় ঘাঁটি’। এটা আগেও ছিল। বাংলায় তাঁর তিন দফার বেনজির সুশাসনের সুবাদে এই ঘাঁটি তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য সবরকমে দুর্ভেদ্য হয়ে উঠেছে। লিখছেন

অধ্যাপক শ্যামলকুমার দরিপা

নতুন বছরের প্রথম দিনটি রাজ্য রাজনীতিতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। ১ জানুয়ারি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস। ১৯৯৮ সালের এই দিনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে দলটির জন্ম দিয়েছিলেন, আজ তা পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল এবং দেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক শক্তি। প্রতিষ্ঠার ২৮ বছরে পা রাখল তৃণমূল কংগ্রেস। প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে বৃহস্পতিবার রাজ্যজুড়ে নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। বিভিন্ন জেলা, ব্লক ও বুথ স্তরেও পালন করা হয় প্রতিষ্ঠা দিবস। সেই কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল বুথ লেভেল এজেন্ট বা বিএলএ-২ দের সংবর্ধনা প্রদান। এসআইআর-এর কাজ নিরলসভাবে এবং নির্ভুলভাবে করার জন্য দল থেকে প্রায় প্রত্যেক বিধানসভা কেন্দ্রেই তাঁদের সম্বর্ধনা দেওয়া হয়।

এ বছরের প্রতিষ্ঠা দিবসের গুরুত্ব আরও বেশি, কারণ আর মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। বাংলায় বারংবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ‘ঘুসপেটিয়া’ তত্ত্ব খাড়া করার চেষ্টা করলেও তাঁকে বিফলমনোরথ হতে হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলাকে বঞ্চনার অপচেষ্টা অব্যাহত। তাই এবারের আসন্ন বিধানসভা ভোট কার্যত যুদ্ধ। প্রায় একইসময়ে চার রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন, কিন্তু বলা বাহুল্য, বাংলার বিধানসভা নির্বাচনই কার্যত বলে দেবে আগামীতে ভারতের রাজনীতি কোন দিকে যেতে চলেছে। প্রবীণ এক সাংবাদিক অন্যত্র মনে করিয়ে দিয়েছেন, ‘এবারের ভোটে হিন্দুত্ব নেহাত প্রতিক্রিয়াশীল নয়, বরং তা হবে প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক। ধর্মীয় শোভাযাত্রা, উৎসবের রাজনীতি, ইতিহাসের পুনর্লিখন— সব মিলিয়ে এক স্থায়ী মেরুকরণ তৈরির চেষ্টা হবে। এ রাজনীতির লক্ষ্য একটাই— ভোটার যেন নিজেকে আগে হিন্দু ভাবে, পরে বাঙালি। বিজেপির সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্র বরাবরের মতোই ভীতি প্রদর্শন। NRC-CAA, সীমান্ত, ‘বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ’ এ শব্দগুলো ২০২৬-এর প্রচারে নতুন করে প্রাণ পাবে।’ আর ঠিক এইসব কারণেই এইবারের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের একটা বাড়তি গুরুত্ব রয়েছে। বিজেপির হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের রাজনীতির প্রত্যুত্তর এখনও অবধি দিতে পেরেছে গোটা দেশের মধ্যে শুধু একটাই রাজনৈতিক দল, তার নাম সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস। তাই গোটা দেশের ভবিষ্যৎ, ভারতের সংবিধানের ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ চরিত্রটি আগামীতে বদলে যাওয়া বা অপরিবর্তিত থাকা, সমস্ত কিছুই

নির্ভর করছে তৃণমূল কংগ্রেস কীভাবে এই অসাংবিধানিক ‘হিন্দুত্ববাদী’ চক্রান্তের বিরুদ্ধে লড়ছে, তার ওপরে। তাই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন একটা যুদ্ধের চেয়ে কম নয়। এ যুদ্ধ ধর্ম আর অধর্মের, ন্যায় বনাম অন্যায়ের, ধর্মনিরপেক্ষতা বনাম ধর্ম নিয়ে রাজনীতির। এ যুদ্ধে বাংলাকে জিততেই হবে।

এমতাবস্থায় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক এবং মাননীয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে “রণ সংকল্প সভা” শুরু করেছেন, তার গুরুত্ব ঐতিহাসিক। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত এই সভা গোটা রাজ্যজুড়ে চলছে এবং আগামীদিনেও চলতে থাকবে। এর সূচনা সাংসদের নিজের কর্মভূমি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুর থেকে।

নিজের ফেসবুক হ্যান্ডেলে অভিষেক লিখেছেন, ‘গণতন্ত্রের গণদেবতার কাছে আমি দৃঢ়চিত্তে প্রতিজ্ঞা করলাম বাংলা-বিরোধী, গণতন্ত্র-বিরোধী বিজেপিকে এই পুণ্যভূমি থেকে সমূলে উৎপাটন করবই। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-বর্গ নির্বিশেষে এই বাংলার প্রত্যেকটি মানুষকে ভালো রাখতে তৃণমূল কংগ্রেস অঙ্গীকারবদ্ধ। বাংলার মানুষের মৌলিক অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখতে তৃণমূল কংগ্রেস অতন্দ্র প্রহরীর মতো সদা জাগ্রত। বাংলার একজন বৈধ নাগরিকেরও ভোটাধিকার হরণ করতে দেবো না আমরা। ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে বাংলার উন্নয়ন নিবৃত্ত করা, ধর্মীয় বিভাজন সৃষ্টি করা, সাধারণ মানুষের উপর নির্মম অত্যাচার করা— বিজেপির আসল চেহারা জনসমক্ষে উন্মোচিত। বিজেপির সমস্ত চক্রান্ত-ষড়যন্ত্রকে পদদলিত করে, বাংলা-বিরোধী স্বৈরাচারী জমিদারদের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যোগ্য জবাব দেওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত।’

হলফ করে বলতে পারি, বাংলাবিরোধীরা বাংলার মানুষের ক্ষতি করার জন্য সেভাবে উঠেপড়ে লেগেছে, তাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস আজ বাংলার পাশে অতন্দ্র প্রহরী হয়ে না থাকলে কেন্দ্রের জুমলাবাজরা এতদিনে বাংলার বিপদঘণ্টা বাজিয়ে ফেলত। কিন্তু তা এতদিনে শত চেষ্টা সত্ত্বেও করতে পারেনি আর আগামী সময়েও পারবে না। বীর-বিপ্লবীদের মহান পুণ্যভূমি এই বাংলার মাটিকে কখনও কলুষিত হতে দেবে না মা-মাটি-মানুষের দল তৃণমূল কংগ্রেস। জননেত্রী মমতা এবং জননেতা অভিষেক অক্লান্তভাবে নির্ভীক যোদ্ধার মতো বাংলার মাটি, বাংলার মানুষের জন্য লড়ে যাচ্ছেন। এমনকী এসআইআর শুরুর আগেও অপদার্থ নির্বাচন কমিশন অজস্র ভয় দেখিয়েছিল। এখনও তাদের অদক্ষতা ও বিবেচনাবোধের অভাবে বিড়ম্বিত পুরো এসআই আর প্রক্রিয়া। কিন্তু সেসব কিছুর বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে সমস্ত অশুভ শক্তি, সকল ঝড়ের কবল থেকে বাংলাকে বাঁচাতে বদ্ধ পরিকর নেত্রী এবং সেনাপতি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

আজ থেকে শতসহস্র বছর বাদে বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস যখন লেখা হবে, তখন সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে বাংলার দুই নির্ভীক অতন্দ্র প্রহরীর নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেসের সম্মিলিত লড়াই, বাংলার জন্য যাঁরা তাঁদের বুকের শেষ রক্তবিন্দু অবধি দিয়ে দিতে রাজি। এখন পশ্চিমবঙ্গের আম নাগরিক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কার্যত সমস্ত ভোট তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে দিয়ে বাংলার বর্তমান, আগামীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা এবং অতীতের অবমাননাকে রুখে দেওয়া। বাংলাবিরোধীরা যতই চক্রান্ত করুক, যতদিন মমতা-অভিষেক আছেন, যতদিন তৃণমূল সরকারের ওপর আমরা আস্থা রাখতে পারছি, ততদিন নিরাপদ থাকবে বাংলা, ততদিন জিতবে মানবতা, ‘জিতবে বাংলা’!

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সকাল ৬টা নাগাদ বাঘাযতীন স্টেশনে আগুন। প্ল্যাটফর্মের একটি কাপড়ের দোকান থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ব্যাহত হয় ট্রেন চলাচল

নিপা ভাইরাসে সতর্ক রাজ্য
পরীক্ষার ব্যবস্থা, ল্যাব সুবিধাও

প্রতিবেদন : রাজ্যে ফের নিপা ভাইরাসের আতঙ্ক। বারাসতের একটি বেসরকারি হাসপাতালে কর্মরত দু'জন নার্সের শরীরে নিপা ভাইরাসের উপস্থিতি মিলেছে। রবিবার রাতেই তাঁদের রিপোর্ট পজিটিভ আসে। এরপর সোমবার সকালেই রাজ্য সরকারের বিশেষ টিম বারাসত পৌঁছয়।

মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী জানান, দু'জন আক্রান্তই সম্প্রতি পূর্ব বর্ধমান জেলায় গিয়েছিলেন। তাঁদের সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের বাড়িতেই নিভৃতাবাসে রাখা হয়েছে। কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং-এর কাজ শুরু হয়েছে এবং দ্রুত সংক্রমণের উৎস চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম জানান, ইতিমধ্যেই রাজ্যজুড়ে নিপা সংক্রান্ত এসওপি কার্যকর করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে বলেও জানানো হয়েছে। রাজ্যের পরিকাঠামো নিপা পরীক্ষার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজেই নিপা ভাইরাস পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে এবং পর্যাপ্ত ল্যাব সুবিধাও উপলব্ধ।

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, নিপা ভাইরাস সাধারণত বাদুড় থেকে সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সে কারণে সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে বাদুড় খাওয়া ফল বা খোলা খাবার এড়িয়ে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় হেল্পলাইনও চালু করা হয়েছে। নাগরিকরা প্রয়োজনে ০৩৩-২৩৩৩-০১৮০ এবং ৯৮৭৪৭০৮৮৫৮ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারবেন। আগাম সতর্কতায় কোনও ফাঁক রাখা হচ্ছে না। দ্রুত উৎস শনাক্ত ও সংক্রমণ রুখতেই সর্বোচ্চ সতর্কতায় কাজ শুরু করেছে নবান্ন।

একনজরে নিপা ভাইরাস

কীভাবে ছড়ায়

■ প্রধান বাহক বাদুড়, আধখাওয়া ফল থেকে সংক্রমণ শূকর বা গবাদি পশুর সংস্পর্শেও সংক্রমণ সম্ভাবনা আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শেও ছড়াতে পারে সংক্রমণ

প্রাথমিক লক্ষণ

■ হঠাৎ জ্বর ও মাথাব্যথা ■ গলা ব্যথা ও শরীরে ব্যথা বমি বা বমিভাব ■ মাথা ঘোরা ও অসংলগ্ন কথা বলা শ্বাসকষ্ট ■ খিঁচুনি ও অচেতন হয়ে পড়া

প্রাথমিক করণীয়

■ উপসর্গ দেখা দিলে দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালে যোগাযোগ ■ আক্রান্ত বা সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আলাদা রাখা ■ আক্রান্তের সংস্পর্শে এলে নিজেকে পর্যবেক্ষণে রাখা ■ খোলা বা আধখাওয়া ফল খাওয়া এড়ানো ■ নিয়মিত হাত ধোয়া ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা

স্বাস্থ্য দফতরের পরামর্শ

■ আতঙ্কিত না হয়ে সতর্ক থাকা ■ উপসর্গ লুকিয়ে না রেখে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া ■ গুজবে কান না দেওয়া

মামলা সত্যিই জরুরি হলে পাঁচ বছর ধরে ঘুমাত না ইডি!

প্রতিবেদন : আইপ্যাক-কাণ্ডে কলকাতা হাইকোর্টে পাত্তা না পেয়ে এবার বিজেপির 'নির্দেশে' সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে ইডি। সোমবার শীর্ষ আদালতে জোড়া মামলা দায়ের করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। বিজেপির দলদাস এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তৎপরতার কড়া নিন্দা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের সাফ বক্তব্য, বিজেপির নির্দেশে তাঁদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতেই ইডি তৃণমূলের তথ্যভাণ্ডার চুরি করতে আইপ্যাকে হানা দিয়েছিল। পাঁচ-ছয় বছর আগের মামলায় ইডিকে সামনে রেখে ভোটের আগে তৃণমূলের তথ্যভাণ্ডার চুরি করতে চায় বিজেপি। এই মামলা যদি এতই জরুরি হবে, তাহলে ৫-৬ বছর ধরে ইডি কি ঘুমাচ্ছিল? বিষয়টিতে আদৌ কোনও সারবত্তা থাকলে এতদিন ধরে ইডি ঘুমাত না। তাদের আসল উদ্দেশ্য, ভোটের ঠিক আগে আইপ্যাক থেকে তৃণমূলের প্রচারের সব ব্লুপ্রিন্ট হাতিয়ে বিজেপি হাতে তুলে দেওয়া। তাই সেখানে দলনেত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রুখে দাঁড়িয়ে সেইসমস্ত তথ্য আগলে রেখেছেন। তাই এটা সামাল দিতে ইডি আদালতে গিয়ে আপত্তিকর বিকৃত অভিযোগ করছে।

আইপ্যাক-কাণ্ডে এদিন রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে দু'টি মামলা দায়ের করেছে ইডি। যেখানে কেন্দ্রীয় এজেন্সির তরফে 'চুরি'র অভিযোগ তোলা হয়েছে। সেই অভিযোগ ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে তৃণমূলের বক্তব্য, বিজেপির নির্দেশে ইডির সম্পূর্ণ আপত্তিকর, নিম্নরুচির একটি মিথ্যা অভিযোগ। ভারতীয় শাস্ত্রে 'চৌর্যবৃত্তি' সম্পর্কে বলা হয়েছে, না বলিয়া অন্য কারও দ্রব্য নহিলে তাকে চৌর্যবৃত্তি বলা যায়। কিন্তু দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ্য দিবালোকে সেখানে গিয়ে প্রতিবাদ করে নিজের দলের সম্পত্তি রক্ষা করেছেন। এখানে চুরির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। ন্যায়-সংহতি পরের কথা, আগে শাস্ত্র পড়তে হবে। ইডি বরং বিজেপির নির্দেশমতো তৃণমূলের তথ্যভাণ্ডার চুরি করতে এসেছিল। ২০২০-২১ সালের এই মামলা, সেইসময় আইপ্যাকের কর্ণধার ছিলেন প্রশান্ত কিশোর। তাহলে তাঁর বাড়িতে না গিয়ে প্রতীক জৈনের বাড়িতে এসেছিল কেন? কারণ, প্রতীক জৈন এইবার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচার উপদেষ্টা। তাই তাঁদের কাছে দলের বহু তথ্য ছিল, ভোটের আগে যা হাতাতেই এসেছিল ইডি।

■ গঙ্গাসাগরে সাংবাদিক বৈঠক। রয়েছেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, পুলক রায়, স্নেহাশিস চক্রবর্তী, সুজিত বসু, মানস ভুঁইয়া, বেচারাম মান্না, সাংসদ বাপি হালদার ও প্রশাসনিক কর্তারা। সোমবার।

নির্বিঘ্নে মেলার লক্ষ্যে কড়া প্রশাসনিক নজরদারি

০সংবাদদাতা, গঙ্গাসাগর : শুরু হয়ে গিয়েছে গঙ্গাসাগর মেলা। রাজ্য প্রশাসনের নজরদারিতে নির্বিঘ্নে কেটেছে ৪ দিন। ইতিমধ্যেই মকর সংক্রান্তির মোক্ষ লাভের আশায় গঙ্গাসাগরে আগত পুণ্যার্থীদের ভিড় শুরু হয়েছে।

ধীরে ধীরে গঙ্গাসাগরের কপিলমুনি মন্দির প্রাঙ্গণ চত্বরে ভিড় জমাচ্ছেন তীর্থযাত্রীরা। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মেলাকে মাথায় রেখে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়েছে। আকাশপথে ড্রোন এবং হেলিকপ্টারের মাধ্যমে নজরদারি চলছে। পাশাপাশি মেলা প্রাঙ্গণে মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ। এছাড়াও হোভার ক্রাফট এবং স্পিডবোটের মাধ্যমে নজরদারি চলছে নদীতে। হরিদ্বারের আদলে গঙ্গা আরতির ব্যবস্থা করা হয়েছে। ই-অনুসন্ধানের মতো বিশেষ ডিজিটাল পদ্ধতিতে কিউআর কোডের মাধ্যমে মেলা সংক্রান্ত যে কোনও তথ্য এখন তীর্থযাত্রীদের হাতের মুঠোয়। পানীয় জল, শৌচালয়, এটিএম পরিষেবা স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সন্ধানকেন্দ্র, বাস, লঞ্চ-সহ যানবাহনের সময় সারণি, পার্কিং সংক্রান্ত যাবতীয় সব তথ্য এবং পথ নির্দেশিকা পাওয়া যাচ্ছে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে।

ই-পরিচয় করা হয়েছে একটি কিউআর কোড রিস্টব্যান্ড যা বয়স্ক ও শিশু তীর্থযাত্রীদের দেওয়া হচ্ছে, কেউ হারিয়ে গেলে খুঁজে পেতে সাহায্য করবে। তীর্থযাত্রীদের এক উৎসবমুখর পরিবেশ উপহার দেওয়ার জন্য সাগরতট এবং তট সংলগ্ন এলাকাকে বিশেষ আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়েছে। বাংলার ঐতিহ্যমণ্ডিত ও প্রসিদ্ধ ৬টি মন্দির ও একটি মঠ এবারের মেলার অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ। পুণ্যার্থীদের সুরক্ষার স্বার্থে ১৫,০০০ হাজারেরও বেশি পুলিশ কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। ৫৪টি ওয়াচ টাওয়ারের মাধ্যমে ৭টি অ্যাডভান্স টিম, ১৫টি অ্যান্টিক্রাইম পেট্রোলিং টিম, ১৪ টি ফুট পেট্রোলিং টিম, ১৩টি মিসিং পার্সন স্কোয়াড, ২টি স্নিফার ডগ, ১৬টি রিভার পেট্রোলিং টিম, ২৮টি কো-অর্ডিনেশন টিম দিবারাত্রি মেলায় তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত আছে। তীর্থযাত্রীরা যাতে নিরাপদে পুণ্যস্নান করতে পারে তার জন্য ৬৯৮টি ড্রপগেটের মাধ্যমে ভিড় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাত্রীদের সুবিধার্থে ৫৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ব্যারিকেড, ৪২টি পুলিশ সহায়তা কেন্দ্র, বিশেষ দিক নির্দেশকারী চিহ্ন এবং বিভিন্ন রঙের আলোয় পথগুলিকে আলোকিত করা হয়েছে।

তুমুল বিক্ষোভ বিএলওদের

প্রতিবেদন : এসআইআরের কাজের পাহাড়প্রমাণ চাপে পরপর বিএলও মৃত্যুতে ফের প্রতিবাদে পথে বিএলও অধিকার রক্ষা কমিটি। সোমবারও বিবাদীবাগে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের সামনে বিক্ষোভ দেখান বিএলওরা। নিহত বিএলওদের পরিবারকে নিয়ে রাস্তায় বসে পড়েন বিক্ষোভকারীরা। সিইও-র কাছে ডেপুটেশন দেওয়ার দাবিতে পুলিশের বাধার মুখে পড়েও পিছু হটেননি প্রতিবাদীরা। মৃত

বিএলওদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ ও পরিবারের একজনকে চাকরি দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ-প্রতিবাদ চালিয়ে যান তাঁরা। বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের ধস্তাধস্তিও হয়। ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন বিক্ষোভকারীরা। শেষে বিক্ষোভ প্রতিহত করতে কয়েকজন বিএলওকে আটক করে পুলিশ। তবুও বিএলওদের মৃত্যুমিছিলের প্রতিবাদে লড়াই চলবে বলে জানিয়েছে বিএলও অধিকার রক্ষা কমিটি।

কবাডি খেলোয়াড়কে খুন অমৃতসরে, ধৃত হাওড়ায়

প্রতিবেদন : পাঞ্জাবের মোহালিতে কবাডি খেলোয়াড়কে প্রকাশ্যে গুলি করে খুন করে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছিল ৩ কুখ্যাত দুষ্কৃতী। পাঞ্জাব পুলিশ তাদের ধরতে গিয়ে বারবার নাকানিচোবানি খেয়েছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত খুনে অভিযুক্ত সেই তিন দুষ্কৃতীকে ধরে পাঞ্জাব পুলিশের হাতে তুলে দিল বাংলার পুলিশ। ধৃতদের ট্রানজিট রিমান্ডে পাঞ্জাবে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পাঞ্জাবের কবাডি খেলোয়াড় রানাবালা চৌর খুনের ঘটনায় হাওড়া স্টেশনের বাইরে থেকে পাকড়াও ৩ জন কুখ্যাত দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশের এসটিএফ ও হাওড়ার গোলাবাড়ি থানার পুলিশ। রবিবার রাতে যৌথভাবে তল্লাশি চালিয়ে এই তিনজনকে হাতেনাতে গ্রেফতার করে তারা। পুলিশ জানিয়েছে, পাঞ্জাবের অপরাধচক্রের সঙ্গে জড়িত ওই তিনজনের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ রয়েছে। ধৃত নাম করণ পাঠক, তরণদীপ সিং এবং আকাশদীপ আন্তে— তিনজনই পাঞ্জাবের বাসিন্দা। সেখানকার

পাঞ্জাব পুলিশ ব্যর্থ

জনপ্রিয় কবাডি খেলোয়াড রানাবালা চৌরকে খুন করে তারা পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পাঞ্জাব থেকে চম্পট দেয়। সেই থেকে পাঞ্জাব পুলিশের এসটিএফ তাদের খুঁজছিল। গত ১৫ ডিসেম্বর কবাডি খেলোয়াড় খুনের পরে ২ জনকে গ্রেফতার করেছিল মোহালি পুলিশ। তাদের জেরা করে এই তিনজনের নাম পান তদন্তকারী পুলিশ অফিসাররা। তারা উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান থেকে গ্যাংটক হয়ে কলকাতায় গিয়ে গা ঢাকা দিতে এসেছিল বলে জানতে পারে পুলিশ। এরপরই তাদের ওপর নজরদারি চালাতে থাকে কলকাতা পুলিশের এসটিএফ। অভিযুক্তরা কলকাতা থেকে পালানোর চেষ্টায় রবিবার রাতে হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেন ধরার ছক কষেছিল। বিভিন্ন সূত্র মারফত এই খবর পেয়ে কলকাতা পুলিশের এসটিএফ ও গোলাবাড়ি থানার পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে পাঞ্জাব এসটিএফ। রাতে স্টেশনের বাইরে একটি এটিএম কাউন্টার থেকে টাকা তুলে বেরোতেই পাঞ্জাবের কুখ্যাত গ্যাংস্টার ডনিবল গ্যাংয়ের তিন সক্রিয় সদস্যকে হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়। কয়েকটি সংবাদমাধ্যম ধৃতদের কুখ্যাত লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের সদস্য বলে প্রচার করলেও পুলিশের তরফে এ-বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু জানানো হয়নি। পাঞ্জাব পুলিশের ডিএসপি রাজন পারবিন্দর সিং জানান, ধৃতদের মধ্যে দু'জন শুটার। একজন তাদের আশ্রয়দাতা। তাদের বিরুদ্ধে খুন ও অস্ত্র আইনে মামলা রুজু হয়েছে। ধৃতদের তিনদিনের ট্রানজিট রিমান্ডে নিয়ে গিয়ে পাঞ্জাবের মোহালি কোর্টে তোলা হবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সাতসকালে রেড রোডে দুর্ঘটনা। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে রেলিংয়ে ধাক্কা মালবোঝাই লরির। অল্পের জন্য রক্ষা পেল আম্বেদকরের মূর্তি। আহত চালক ভর্তি এসএসকেএম হাসপাতালে

ভিনরাজ্যের পুণ্যার্থীকে চপারে উড়িয়ে আনা হল কলকাতায়

প্রতিবেদন : স্বাস্থ্যসুরক্ষাকে অগ্রাধিকারে দৃষ্টান্ত স্থাপন করল বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম ধর্মীয় সমাবেশ 'গঙ্গাসাগর মেলা ২০২৬'। সোমবার সাগরমেলায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়া দুই রোগীকে দ্রুত এয়ারলিফ্ট করে পৌঁছনো হল কলকাতার এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে। দু'জনের মধ্যে একজন যোগীরাজ্য উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা, অন্যজন আর এক বিজেপি রাজ্য হরিয়ানার বাসিন্দা। জরুরিকালীন চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই দ্রুত পদক্ষেপের মধ্যে দিয়ে মানুষের সুস্বাস্থ্যের প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানবিক মা-মাটি-মানুষের সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকার প্রতিফলিত হল। সামনেই মকরসংক্রান্তির পুণ্যস্নান। ইতিমধ্যেই সারা দেশের সাধুসন্ত থেকে পুণ্যার্থীরা হাজির হয়েছেন গঙ্গাসাগর মেলায়। পুণ্যার্থীদের জন্য প্রশাসনের তরফে রয়েছে নিখুঁত ব্যবস্থাপনা। গুরুতর অসুস্থদের জন্য রয়েছে জরুরিকালীন এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থাও। সোমবার, উত্তরপ্রদেশের লখনউ থেকে আসা ৬৪ বছর বয়সি তীর্থযাত্রী সন্তলালের উচ্চচাপজনিত নাকের রক্তক্ষরণ ধরা পড়ামাত্রই তাঁকে তৎক্ষণাৎ এয়ারলিফ্ট করে উড়িয়ে নিয়ে আসা হয় কলকাতায়। একইসঙ্গে হরিয়ানা থেকে আসা ৭৭ বছর বয়সী বিমলাদেবীকে মেটাটারসাল ফ্র্যাকচার জনিত কারণে উন্নত চিকিৎসার জন্য দ্রুত এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করানো হয়। প্রশাসনের এই দ্রুত ব্যবস্থাপনা নিয়ে তৃণমূল রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, জরুরিকালীন চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই দ্রুত ব্যবস্থা গঙ্গাসাগর মেলার জন্য প্রস্তুতির দৃঢ়তা প্রমাণ করে। আবারও স্পষ্ট হল, বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম ধর্মীয় সমাবেশে স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে সুসংহত রাখতে প্রশাসন যে কতটা সক্রিয়। রিয়েল-টাইম মেডিক্যাল নজরদারি থেকে মাঠপর্যায়ের স্বাস্থ্যকেন্দ্র, এয়ার রেসকিউ টিম এবং হাসপাতালগুলোর নিরবচ্ছিন্ন সমন্বয়ে দ্রুততার সঙ্গে পদক্ষেপ আসলে জীবনরক্ষার অঙ্গীকার।

■ অসুস্থ রোগীকে তোলা হচ্ছে হেলিকপ্টারে।

শুনানিতে হেনস্থা, প্রতিবাদে পথে নামলেন ক্রীড়াবিদেরা

প্রতিবেদন : এসআইআরের নামে হেনস্থা করা হচ্ছে রাজ্যের বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদদের। এর প্রতিবাদে পথে নামলেন রাজ্যের প্রাক্তন ও বর্তমান খেলোয়াড়রা। সোমবার ময়দানে ভবানীপুর ক্লাবের সামনে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে শামিল হন তাঁরা। হেনস্থা বন্ধে তাঁরা নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দেওয়ারও ভাবনাচিন্তা করছেন বলে জানান। মহঃ সামির মতো ক্রিকেটারকে শুনানিতে ডাকা হয়েছে। প্রাক্তন ফুটবলার কম্পটন দত্ত, অলোক মুখোপাধ্যায়ের ছোট ছেলে, মেহতাব হোসেনের পরিবারের সদস্যদেরও শুনানিতে ডাকা হয়েছে। ডাকা হয়েছে রাজ্যের প্রাক্তন ক্রীড়া দফতরের প্রতিমন্ত্রী ও প্রাক্তন ক্রিকেটার লক্ষ্মীরতন শুক্লাকেও। এদিন প্রথমে ময়দানে গোষ্ঠ পালের মূর্তির নিচে এই প্রতিবাদ কর্মসূচি হওয়ার কথা থাকলেও সেখানে গঙ্গাসাগর মেলার পুণ্যার্থীদের ভিড় থাকায় স্থান পরিবর্তন করে ভবানীপুর ক্লাবের সামনে কর্মসূচি পালিত হয়। এই প্রতিবাদ-কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার মানস ভট্টাচার্য, অলোক মুখোপাধ্যায়, দীপেন্দু বিশ্বাস, সঞ্জয় মাঝি, প্রশান্ত চক্রবর্তীরা। ছিলেন অন্য খেলার প্রতিনিধি থেকে ক্লাব কর্তারাও। যাঁরা খেলার মাঠে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। কিন্তু তার পরেও তুচ্ছ কোনও কারণে তাঁদের বা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের শুনানিতে ডাকা হচ্ছে। এর প্রতিবাদে সরব হন মানস ভট্টাচার্যের মতো ফুটবলাররা। তিনি বলেন, আমরা কোনও রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্ব করছি না। শুধু খেলোয়াড়দের নয়, প্রবীণ, অসুস্থ মানুষদেরও শুনানিতে ডাকা হচ্ছে। গোটা বিষয়টি কিছুটা সময় নিয়ে করা হলে এই সমস্যা হত না। অলোক মুখোপাধ্যায় বলেন, আমরা একই সঙ্গে ফর্ম-ফিল আপ করলাম। তার পরেও বুঝতে পারলাম না কেন আমার ছোট ছেলেকে ডেকে পাঠানো হয়েছে! দীপেন্দু বিশ্বাস বলেন, শুনানির নামে সাধারণ মানুষকে হয়রান করানো হচ্ছে। আমরা চাই অবৈধ ভোটারদের নাম বাদ যাক, তবে বৈধ ভোটারদের নাম থাক।

থিম কান্ট্রি আর্জেন্টিনা, কলকাতা বইমেলার উদ্বোধন ২২ জানুয়ারি

প্রতিবেদন : দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা দেশটি সাহিত্য, সংস্কৃতি, এবং ইতিহাসের জন্য বিশ্ববিখ্যাত। এবার সেই ছোঁয়া পাচ্ছে কলকাতা বইমেলা। আর্জেন্টিনার সাহিত্যিকদের কাজ ও তাঁদের কাব্যিক শক্তি বিশেষ গুরুত্ব পাবে এবারের বইমেলায়। প্রতিবছরের মতো এবারও বইমেলা বিশ্বের নানা দেশের বই, সাহিত্য, ও সংস্কৃতিকে মেলাবে। ২২ জানুয়ারি বইমেলার উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন ধরনের স্টলে স্থান পাবে ছোট-বড় প্রকাশন সংস্থাগুলি, যেখানে থাকবে বাংলা-সহ বিভিন্ন ভাষার বই। বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধ ইতিহাস এবং আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কিত বইয়েরও বিশাল সম্ভার থাকবে পরিপূর্ণ।

■ বইমেলার সাংবাদিক বৈঠকে গিল্ড-কর্তারা। সোমবার।

- ■ ২২ জানুয়ারি উদ্বোধন।
- ■ সোশ্যাল মিডিয়া পেজে লাইভ সম্প্রচার।
- ■ ২৫ জানুয়ারি আর্জেন্টিনা দিবস।
- ■ অংশ নিচ্ছে ২০টি দেশ।
- ■ উত্তম কুমারের জন্মশতবর্ষ নিয়ে প্রদর্শনী।

এবারও আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা সরাসরি ভার্চুয়ালি দেখা যাবে সোশ্যাল মিডিয়া পেজ ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। যাঁরা বইমেলায় আসতে পারবেন না, তাঁরা ঘরে বসেই উপভোগ করতে পারবেন বইমেলার প্রধান প্রধান অনুষ্ঠান।

আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সেই দেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিক গুস্তাবো কানসোব্রে এবং ভারতে নিযুক্ত আর্জেন্টিনার মাননীয় রাষ্ট্রদূত মারিয়ানো কাউসিনো। বইমেলায় ২৫ জানুয়ারি উদযাপন করা হবে থিম কান্ট্রি আর্জেন্টিনা দিবস। প্রতিবছরের মতো বইমেলায় সরাসরি ও যৌথভাবে আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় অংশগ্রহণ করছে প্রায় ২০টি দেশ। এছাড়া ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের প্রকাশনা সংস্থাও থাকছে।

বাংলার সিনেমা জগতের মহানায়ক উত্তমকুমারের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে থাকছে 'বাংলা সিনেমার ইতিহাস ও মহানায়ক' শীর্ষক একটি বিশেষ প্রদর্শনী। এ-ছাড়াও বইমেলায় সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবীর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে তাঁর নামাঙ্কিত একটি অডিটোরিয়াম থাকবে। সব মিলিয়ে মেলায় এবার অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ১০০০ এর বেশি। এবারে ৯টি তোরণের মধ্যে দুটি হচ্ছে আর্জেন্টিনার স্থাপত্যর আদলে। কিছুদিন আগে যাঁরা প্রয়াত হয়েছেন, প্রফুল্ল রায় এবং প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের নামে থাকছে দুটি তোরণ। সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে একটি তোরণ থাকছে তাঁর নামাঙ্কিত। লিটল ম্যাগাজিন প্যাভিলিয়ন হচ্ছে কবি রাহুল পুরকায়স্থের নামে। জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে শিল্পী ময়ুখ চৌধুরীর নামে থাকবে বইমেলার শিশু মণ্ডপ। এবছরই বইমেলা প্রাঙ্গণে মেট্রো রেলের মাধ্যমে হাওড়া থেকে এসপ্ল্যানেড হয়ে সরাসরি পৌঁছনো যাবে। বইমেলা প্রাঙ্গণে থাকবে মেট্রোর একটি বিশেষ বুথ যেখান থেকে অনলাইনে সরাসরি টিকিট কাটা যাবে। আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার অ্যাপের মাধ্যমে গুগল লোকেশন মারফত মেলার মধ্যে যে কোনও স্টল খুঁজে পাওয়ার সুবিধা থাকবে।

পৌষের শেষে শীত-গরমের টানাপোড়েন

প্রতিবেদন : সামান্য বেড়েছে দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা। যদিও এখনই বিদায় হচ্ছে না শীতের। বরং কয়েক দিন এই অনিশ্চিত আবহাওয়াই সঙ্গী হতে চলেছে। ভোর ও রাতের দিকে ঠান্ডা যথেষ্টই টের পাওয়া যাচ্ছে। তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় ১–২ ডিগ্রি বাড়তে পারে, তবে তা সাময়িক। দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া একটি নিম্নচাপের জেরেই এই উষ্ণতা বাড়ছে বলে মনে করছেন আবহাওয়াবিদরা। যদিও এর সরাসরি প্রভাব বাংলায় পড়বে না। মঙ্গলবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে দিনের তাপমাত্রা কিছুটা উর্ধ্বমুখী থাকতে পারে। এদিকে তীব্র শীতে কাঁপছে পাহাড় ও তরাই-ডুয়ার্স। কোথাও কোথাও তুষারপাতের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না আবহাওয়াবিদরা। আপাতত শীত-গরমের এই টানাপড়েন আরও কয়েক দিন চলবে।

সেদিন ইডির কারা এসেছিল জানতে শুরু জিজ্ঞাসাবাদ

প্রতিবেদন : আইপ্যাক কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়ি এবং অফিসে ইডির তল্লাশি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে কলকাতা পুলিশ। রবিবার থেকেই শুরু হয়েছে এই তদন্ত প্রক্রিয়া। ইডির হানা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর তরফে অভিযোগ দায়েরের পর সক্রিয় হয়েছে পুলিশ। তদন্তে নেমে সোমবার তাঁরা লাউডন স্ট্রিটে প্রতীক জৈন যে আবাসনে থাকেন সেখানে যান তদন্তকারীরা। ঘটনার দিন ইডির কোন কোন আধিকারিক তল্লাশিতে অংশ নিয়েছিলেন এবার তাঁদের শনাক্তকরণের চেষ্টা করছে পুলিশ। খতিয়ে দেখা হচ্ছে আবাসনের রেজিস্টার। সূত্রের খবর, আবাসনের রেজিস্টারে কোনও ইডি আধিকারিকের নাম নেই। জানা গিয়েছে ঘটনার দিন আবাসনের নিরাপত্তারক্ষীদের এক রকম ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে প্রতীকের বাড়িতে ঢুকেছিলেন তদন্তকারীরা। এমনকী নিরাপত্তারক্ষীদের মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। এর পাশাপাশি ঘটনাস্থলে ওইদিন আর কী কী হয়েছিল তার বিস্তারিত তথ্য পেতে প্রতীক জৈনের আবাসনের অন্য বাসিন্দাদের সঙ্গেও কথা বলতে চান তদন্তকারীরা। এর আগে বৃহস্পতিবার সকালে আচমকাই আইপ্যাক কর্ণধার প্রতীক জৈনের লাউডন স্ট্রিটের বাড়িতে হানা দেয় ইডি। খবর পেয়েই সেখানে পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচন সংক্রান্ত দলীয় নথি ও বৈদ্যুতিন নথি ছিল লাউডন স্ট্রিটের আবাসন অর্থাৎ প্রতীক জৈনের বাড়ি ও সেক্টর ফাইভে আইপ্যাকের দফতরে।

চলতি মাসেই একাদশ-দ্বাদশের তালিকা প্রকাশ

প্রতিবেদন : ২১ জানুয়ারির মধ্যেই একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করতে চলেছে এসএসসি। রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে শূন্যপদের সংখ্যা রয়েছে ১২,৫১৪টি। ইতিমধ্যেই রাজ্যের তরফে সবুজসঙ্কেত মিলেছে। আর তার পরেই তোড়জোড় শুরু করেছে এসএসসি। একাদশ ও দ্বাদশ স্তরের শিক্ষক নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করেছে এসএসসি। কমিশন সূত্রে খবর, ২০ তারিখেও তালিকা প্রকাশ হতে পারে। তবে সর্বোচ্চ ২১ তারিখ পর্যন্ত সময় নেওয়া হয়েছে। এর যত আগে কাজ হবে তত আগেই তালিকা প্রকাশ করে দেওয়া হবে। তারপরেই শুরু হবে নিয়োগ প্রক্রিয়া।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সিমলা স্ট্রিটে স্বামীজি স্মরণে বর্ণাঢ্য পদযাত্রা

মানবিক কর্মসূচি ও বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে রাজ্য জুড়ে স্বামীজিকে স্মরণ

চেতলা পার্কে মেয়র-মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমে

গড়িয়াহাটে বস্ত্রবিতরণে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, চৈতালি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

স্বামীজির জন্মদিনে ৬৩ নং ওয়ার্ডে রক্তদান শিবির। রয়েছেন সুব্রত বক্সি, দেবাশিস কুমার, স্বর্ণকমল সাহা, সন্দীপ বক্সি, অসীম বসু, সানা আহমেদ, সুস্মিতা ভট্টাচার্য প্রমুখ।

শ্রদ্ধা নিবেদনে মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী।

যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে বিবেক চেতনা উৎসবের সূচনায় অরূপ বিশ্বাস। ছিলেন বিশ্বনাথানন্দজি মহারাজ, স্বামী মহাপ্রজ্ঞানন্দজি মহারাজ প্রমুখ।

লেক টাউনে সুজিত বোসের শ্রদ্ধার্ঘ্য।

বিধানসভায় স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের।

১৩ নম্বর ওয়ার্ডে শ্রদ্ধা অনিন্দ্য রাউতের।

মধ্য হাওড়া যুব তৃণমূলের পদযাত্রায় মন্ত্রী অরূপ রায়।

সিমলা স্ট্রিটে পদযাত্রায় মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা।

বিধানসভায় শ্রদ্ধা স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

৩০ নম্বর ওয়ার্ডে বিবেক উদ্যানের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদনে স্বপন সমাদ্দার

শোভাযাত্রায় মনোজ তিওয়ারি, গৌতম চৌধুরি, কৈলাস মিশ্র, কল্যাণ ঘোষ।

চুঁচুড়ায় ফুটবল খেলে স্বামীজিকে শ্রদ্ধা বিধায়ক অসিত মজুমদারের।

বেলুড় মঠে বিধায়ক ডাঃ রানা চট্টোপাধ্যায়।

বারাসতে দেবব্রত পালের উদ্যোগে বসল স্বামীজির মূর্তি।

১২৮ নম্বর ওয়ার্ডে উপহার প্রদানে শিল্টন পাল।

আমার বাংলা
13 January, 2026 • Tuesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আজ জনজোয়ারে ভাসবে কোচবিহার

সংবাদদাতা, কোচবিহার : আজ জেলায় আসছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। জননেতাকে স্বাগত জানাতে জেলা জুড়ে উচ্ছ্বাস। পোস্টার, ফেস্টুনে মুড়ে ফেলা হয়েছে কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের ঘুঘুমারির কদমতলা এলাকা। এখানেই জনসভা করবেন অভিষেক। বাঁশের ব্যারিকেড দিয়ে ঘেরা বেশ কয়েকটি বসার জায়গা করা হয়েছে মাঠ জুড়ে। সুবিশাল মাঠে সভা ঘিরে দলের পতাকা ফেস্টুনে ছয়লাপ হয়ে গেছে। ঘুঘুমারি কদমতলার মাঠে এই সভায় আসার আগে কোচবিহার মদনমোহন মন্দিরে পুজো দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক ছাড়াও সোমবার মাঠ পরিদর্শন করেছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ, লোকসভার সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়া, সিতাই-এর বিধায়ক সঙ্গীতা রায়, দলের জেলা কমিটির চেয়ারম্যান গিরীন্দ্র নাথ বর্মন। ঘুঘুমারি কদমতলা এলাকা সোমবার থেকে পুলিশি নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে। আজ শেষ পর্যায়ে সভার নিরাপত্তা খতিয়ে দেখেন পুলিশ কর্তারা। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সভা ঘিরে ব্যাপক উন্মাদনা রয়েছে কর্মীদের মধ্যে। বিধানসভা নির্বাচনের আগে সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক দলের এই সভা থেকে কী বার্তা দেবেন দলের কর্মীদের সেই অপেক্ষায় রয়েছেন কর্মীরা। বেলা ১টা নাগাদ সভায় বক্তব্য রাখতে শুরু করবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে সকাল থেকে জেলার নানা প্রান্ত থেকে ভিড় করতে শুরু করবেন কর্মীরা। সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়া বলেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের আবেগ। সকাল থেকে সভার মাঠ ভরতে শুরু করবে। তিনি কী বার্তা দেন তা শোনার অপেক্ষায় আছি আমরা। সিতাই-এর বিধায়ক সঙ্গীতা রায় বলেন সিতাই বিধানসভা থেকে দশ হাজার কর্মী আসবেন। এই সভার জন্য অনেক দিন থেকে আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, এই সভা ঘিরে ব্যাপক উন্মাদনা শুরু হয়েছে। সভায় ভিড় উপচে পড়বে।

জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক জানিয়েছেন, ঐতিহাসিক সভা হবে। ১ লক্ষ ১৯ হাজার কর্মীর লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ হবেই। মাঠের পাশাপাশি লাগোয়া রাস্তাতেও জনজোয়ার থাকবে। এজন্য রাস্তায় যাতে যানজট না হয় সে ব্যাপারে নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কর্মী সমর্থকরা যেসব গাড়িতে আসবেন সেগুলির সামনে কোন এলাকা থেকে তারা আসছেন, চালকের ফোন নাম্বার সেসব লিখে মতো করে ঝুলিয়ে বা সেটে দিতে হবে। যানজটের এড়াতে এই ব্যবস্থা। শুধু তাই নয়, থাকবেন প্রচুর স্বেচ্ছা সেবকও। সভায় ঢোকার সমস্ত রাস্তায় নজর রাখবেন।

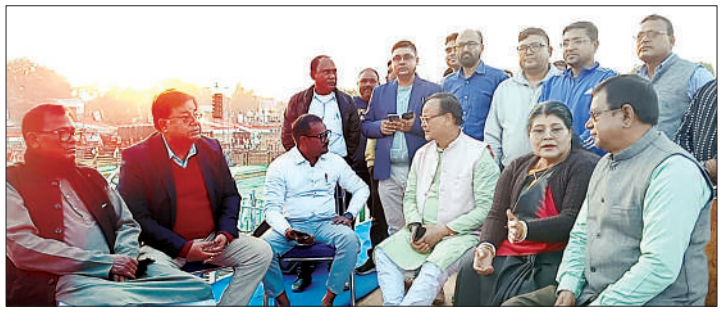

সভাস্থল পরিদর্শনে উদয়ন গুহ, জগদীশ বসুনিয়া, অভিজিৎ দে ভৌমিক প্রমুখ।

স্বামীজির স্মরণে

শিলিগুড়িতে মূর্তি উন্মোচন। ছিলেন গৌতম দেব, সি সুধাকর প্রমুখ।

শিলিগুড়িতে খাবার বিতরণে যুব সভাপতি জয়ব্রত মুকুটি, কাউন্সিলর সেবিকা মিত্তল।

রায়গঞ্জ পুরসভার উদ্যোগে পালিত স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী সন্দীপ বিশ্বাস।

জলপাইগুড়িতে শ্রদ্ধায় জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি রামমোহন রায়-সহ অন্যরা।

বালুরঘাট রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে হল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা।

পুরাতন মালদহে পুরসভার উদ্যোগ পালন। আছেন পুর চেয়ারম্যান বিভূতিভূষণ ঘোষ

যুবকের মৃত্যু, পরিবারের পাশে বিধায়ক

সংবাদদাতা, মালদহ : বিয়ের মাত্র তিন মাসের মধ্যেই অস্বাভাবিক মৃত্যু আনারুল হক নামে চাঁচলের যুবকের। অসহায় হয়ে পড়ে পরিবারটি। তখনই পরিত্রাতা হয়ে অসহায় পরিবারটির পাশে দাঁড়ান বিধায়ক আবদুর রহিম বক্সি। খবর পাওয়া মাত্রই মৃত যুবকের বাড়ি যান তিনি। তিনি আর্থিক সাহায্য তুলে দেওয়ার পাশাপাশি ভবিষ্যতে সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন। পরিবারটির পাশে থাকার কথা দেন। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গত পাঁচ দিন ধরে আনারুল বাড়ি থেকে নিখোঁজ ছিলেন। দীর্ঘ খোঁজাখুঁজির পর রেললাইনের ধারে তাঁর ক্ষত-বিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। এই খবরে মুহূর্তে ভেঙে পড়ে গোটা পরিবার। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা থাকায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

শোকার্ত সদস্যদের সঙ্গে কথা বলছেন বিধায়ক আবদুর রহিম বক্সি।

পুলিশের তৎপরতায় ধৃত কোচবিহারের খুনি

সংবাদদাতা, কোচবিহার : মদ্যপ অবস্থায় নৃশংসভাবে খুন। এর পর সেই অস্ত্র দিয়ে খুবলে দেওয়া। ঘটনার পরই গা ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল খুনি। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। পুলিশের তৎপরতায় গ্রেফতার হয়। এই খুন নিয়ে সোমবার সাংবাদিক সম্মেলন করে খুনের কিনারা নিয়ে এমনই বিস্ফোরক তথ্য দিলেন দিনহাটা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্র। দিনহাটা সাহেবগঞ্জ থানায় সাংবাদিক সম্মেলন করে দিনহাটার সীমান্ত সংলগ্ন এলাকা কুর্শাহাটের একটি প্রত্যন্ত শ্মশান থেকে অজ্ঞাত পরিচিত মানসিক ভারসাম্যহীন এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করেছিল পুলিশ। মৃতদেহের গলায় ও কাঁধে গভীর ক্ষতের চিহ্ন ছিল। তদন্তে একই এলাকার থরাইখানা গ্রামের ফেরদৌস আলম নামের এক অভিযুক্তকে পুলিশ গ্রেফতার করে। নিহত ব্যক্তি শ্মশানে থাকত তাই সে ছিল সহজ টার্গেট। দিনহাটা এসডিপিও বলেন, গত ১০ জানুয়ারি

চোখের জলে বিদায় দার্জিলিং-গর্ব প্রশান্তকে

শেষ শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন পাহাড়বাসীরা।

সংবাদদাতা, দার্জিলিং : ২০০৭ সালের রিয়্যালিটি শোয়ে বিজয়ী প্রশান্ত তামাংয়ের মরদেহ বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছতেই শেষ শ্রদ্ধা জানালেন পাহাড়ের মানুষ, আত্মীয়স্বজন ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব। দার্জিলিংয়ের গর্ব, গোরখা সমাজের পরিচিত মুখ প্রশান্ত তামাং আর নেই, খবরটা পেয়েই গোটা দার্জিলিং শোকে মুহ্যমান। রবিবার দিল্লিতে নিজের বাসভবনে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন ৪৩ বছর বয়সি এই জনপ্রিয় শিল্পী। ২০০৭ সালে এক রিয়্যালিটি শোয়ে জেতার দৌলতে দেশ জুড়ে পরিচিতি পান প্রশান্ত। তাঁর সাফল্য শুধু ব্যক্তিগত ছিল না, তা হয়ে উঠেছিল গোটা গোরখা সমাজের গর্ব ও আত্মপরিচয়ের প্রতীক। প্রশান্তর মরদেহ বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছলে হৃদয়বিদারক দৃশ্যের সাক্ষী থাকে এলাকা। ছিলেন জিটিএ চেয়ারম্যান অনীত থাপা। অনীত বলেন, প্রশান্তের চলে যাওয়া বিশাল ক্ষতি। ওঁর পরিবারের পাশে তাঁরা রয়েছেন। পাহাড়ের মানুষ, আত্মীয়স্বজন ও বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃত্ব ফুল দিয়ে অকালপ্রয়াত গায়ককে শেষ শ্রদ্ধা জানান।

আলিপুরদুয়ারে হচ্ছে দুটি সবুজ শিশু উদ্যান

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : জেলা শহরের শিশুদের জন্য সবুজ পরিবেশে খেলাধুলা ও আনন্দ করার জন্য নতুন দুটি শিশু উদ্যানের কাজের শিলান্যাস করলেন, আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর। এই দুটি শিশু উদ্যান তৈরি করতে পুরসভা ব্যায় করবে প্রায় এক কোটি টাকা। শহরের ১১ ও ১৭ নম্বর এই দুই ওয়ার্ডে তৈরি হতে চলেছে দুটি শিশু উদ্যান। ১১ নম্বর ওয়ার্ডের শিশু উদ্যান তৈরি করতে ব্যয় হবে ৫০ লক্ষ টাকা ও ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের শিশু উদ্যানে পুরসভা খরচ করবে ৪৪ লক্ষ টাকা। দুটি শিশু উদ্যানকেই সবুজে মুড়ে দেওয়া হবে বিভিন্ন ফুল ও শোভাবর্ধনকারী গাছপালা দিয়ে। পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর জানান, শহরের সৌন্দর্যায়ন ও শিশুদের খেলাধুলার জন্য দুটি ওয়ার্ডে শিশু উদ্যান হবে। তারই কাজের সূচনা হল। সবুজ উদ্যান হওয়ার খবরে দুটি এলাকার বাসিন্দারাই খুশি। পুরসভার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন তাঁরা। এলাকার বাসিন্দারা বলেন, এমন দুটি শিশু উদ্যানের প্রয়োজন ছিল।

শিলান্যাসে পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

চুরি করতে এসে গৃহস্থের বাড়ি থেকে সোনাদানার পাশাপাশি কম্বল নিয়েও পালাল চোরেরা, সঙ্গে শাড়িও। পূর্ব বর্ধমানের গুসকরায়। দু'জনকে গ্রেফতার করেছে আউশগ্রাম থানার পুলিশ

আমার বাংলা

13 January, 2026 • Tuesday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
১৩ জানুয়ারি ২০২৬
মঙ্গলবার

স্বামীজি-স্মরণ

মেদিনীপুরের সাংসদ জুন মালিয়ার উদ্যোগে সাংসদ তহবিল থেকে শারীরিকভাবে বিশেষভাবে চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের ট্রাইসাইকেল, হুইল চেয়ার, হিয়ারিং এইড ইত্যাদি সামগ্রী প্রদান করা হল। ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার পলাশচন্দ্র ঢালি ও অন্যরা।

জাতীয় যুব দিবস উদযাপনে ডাঃ বি সি রায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ক্যাম্পাসে স্বামীজির মূর্তি উন্মোচনে বাঁকুড়ার রামহরিপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সচিব স্বামী স্তবপ্রিয়ানন্দ।

সোমবার ডেবরা ব্লকের ৩ নং সত্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাড়ঝিকুরিয়া এলাকায় ব্লক যুব তৃণমূলের উদ্যোগে দুঃস্থ পড়ুয়াদের পড়াশোনার সরঞ্জাম, দুঃস্থ মানুষজনের হাতে কম্বল ও মশারি প্রদান। ছিলেন সৌরভ চক্রবর্তী, সনাতন বেরা, সীতেশ ধাড়া, শেখ আলতাফ আলি, আমেনা খাতুন মান্না প্রমুখ।

ঝাড়গ্রামে ১৬ কিমি সুপার ম্যারাথন আয়োজিত হল। অংশ নিলেন ৪৭৯ জন। ঝাড়গ্রাম জেলার জামবনি ব্লকের ছোট পিন্ডরা গ্রামে সংকল্প ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে। সুস্বাস্থ্য তথা নেশামুক্ত সমাজ গঠন এবং পরিবেশ সুরক্ষার বার্তা নিয়ে শাল-মহুলের জঙ্গলমহল এলাকাকে আরও সবুজ করে তোলার লক্ষ্যে এই বিশেষ উদ্যোগ। ছিলেন সুমিত শ্যামল, ডুরা টুডু প্রমুখ।

নয়া প্রধান বিচারপতি

প্রতিবেদন: কলকাতা হাইকোর্টের স্থায়ী প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পেলেন বিচারপতি সুজয় পাল। এতদিন তিনি এই পদে ভারপ্রাপ্ত হিসেবে কাজ করছিলেন। গত ৯ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়ামের বৈঠকে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে তাঁর নামেই চূড়ান্ত সিলমোহর পড়েছে।

এসআইআর আতঙ্কে তিন জেলায় মৃত্যু হল ৩ জনের

ব্যুরো রিপোর্ট : এসআইআর-আতঙ্কে মৃত্যুমিছিল থামার কোনও লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না! বিভিন্ন জেলায় শুনানির আতঙ্কে দীর্ঘতর হচ্ছে মৃতের তালিকা। সোমবার তিন জেলায় মৃত্যু হল তিনজনের। উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়া পুর এলাকার ৪ নম্বর ওয়ার্ডে মৃত্যু হয়েছে ৭৫ বছরের বৃদ্ধা অনীতা বিশ্বাসের। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট থানার শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লকের বরনান গ্রামে মৃত্যু হয়েছে বছর ৭৩-এর মৃত্যুঞ্জয় সরকারের। সেই সঙ্গে উত্তরবঙ্গের কালিয়াগঞ্জে মৃত্যু হল এক দিনমজুরের। বোচাডাঙা চান্দোইল এলাকার লক্ষ্মীকান্ত রায় (৫০)।

মৃত্যুঞ্জয় সরকার ও অনীতা বিশ্বাস।

অনীতার পরিবারের অভিযোগ, ৫ তারিখ শুনানিতে গিয়ে কাগজপত্র দেখানোর পরও দিশা না পেয়ে চিন্তিত হয়ে ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হন অনীতা। রবিবার গভীর রাতে হাসপাতালেই মৃত্যু হয়। ২০০২-এর তালিকায় নাম না থাকলেও ৯৫ সালের তালিকায় ছিল। সব কিছু জমা দিলেও হিয়ারিংয়ে ডাক আসে। আধিকারিকদের কাছ থেকে আশ্বাস না পেয়ে দুশ্চিন্তায় ৭ তারিখে ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হন। ওঁর পরিবারের পাশে দাঁড়ান তৃণমূলের বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বুরাহনুল মুকাদ্দিম, শাহনাওয়াজ সরদার, সুভাষ সাহা, চেয়ারম্যান দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, বনি ভট্টাচার্য প্রমুখ।

কোলাঘাটের মৃত্যুঞ্জয় সরকারের ছেলে মন্টুর দাবি, ২০০২ তালিকায় নাম না থাকায়উনি চিন্তিত হয়ে পড়েন। ৪ জানুয়ারি শহিদ মাতঙ্গিনী বিডিও অফিসে হিয়ারিংয়ে ডাক পড়ে। ভাইপো নিয়ে যান। ১৯৭১ সালের দলিল দেখালেও তা গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় দুশ্চিন্তায় গতকাল রাতে বুকে ব্যথা শুরু হয়। তাম্রলিপ্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আজ সকাল সওয়া ন'টায় মৃত্যু হয়। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব নির্বাচন কমিশন ও বিজেপিকে দায়ী করছে।

কালিয়াগঞ্জে আতঙ্কের বলি হতে হল এক দিনমজুরকে। ভোটার তালিকায় নাম না থাকা এবং সেই সংক্রান্ত শুনানির দুশ্চিন্তায় প্রাণ হারালেন লক্ষ্মীকান্ত রায়। সোমবার কালিয়াগঞ্জের ধনকৈল হাটে গরুবিক্রি করতে এসে সেখানেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০০২ তালিকায় লক্ষ্মীকান্ত ও তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল না। ১৯ জানুয়ারি শুনানির জন্য ডাকা হয়। তার আগেই আতঙ্কে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হল।

৪১তম নদিয়া বইমেলা

মেলা উদ্বোধনে মহুয়া মৈত্র, উজ্জ্বল বিশ্বাস প্রমুখ।

সংবাদদাতা, নদিয়া : প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের মাঠে উদ্বোধন হল ৪১তম নদিয়া বইমেলার। উদ্বোধন করেন প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান দফতরের মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস। ছিলেন কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্র, জেলা পরিষদের সভাধিপতি তারান্নুম সুলতানা মির, জেলাশাসক অনীশ দাশগুপ্ত, সাহিত্যিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী, তমাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। বইমেলার জনপ্রিয়তা ও অধিক লোক সমাগমের কারণে এ বছর মেলা পাবলিক লাইব্রেরি ময়দান থেকে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের বড় ময়দানে সরানো হয়েছে। জেলা গ্রন্থাকার সূত্রে জানা যায়, এ বছর ৮২টি প্রকাশক স্টল দিয়েছে। খাবার, পুরসভার দফতর ইত্যাদি নিয়ে সংখ্যাটা ১১৭।

শুনানিতে ডাকের প্রতিবাদে

সংবাদদাতা, বর্ধমান : দুটি বুথ বিলিয়ে গ্রামের ভোটার প্রায় ২২০০। অভিযোগ, ইতিমধ্যেই প্রায় ৬০০ জনকে এসআইআর শুনানির নোটিশ পাঠানো হয়েছে। যত দিন যাচ্ছে সংখ্যা বাড়ছে। অহেতুক হয়রানি করা হচ্ছে। গ্রামে শুনানি করতে হবে এই দাবি তুলে কাটোয়া-বর্ধমান রাজ্য সড়কের গাঙ্গুলিডাঙায় পথ অবরোধ করলেন গ্রামবাসীরা। কেতুগ্রাম বিধানসভার ২৮১ এবং ২৮২ নম্বর বুথ। অভিযোগ এই দুটি বুথে অধিক সংখ্যক মানুষকে শুনানির নোটিশ পাঠানো হয়েছে। এরই প্রতিবাদে জানিয়ে রাস্তা অবরোধে শামিল গ্রামের পুরুষ ও মহিলারা। প্রতিকার না হওয়া পর্যন্ত রাস্তা অবরোধ চলবে বলে জানিয়েছেন অবরোধকারীরা।

শুনানি হয়রানির প্রতিবাদে পথ অবরোধ।

দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে রক্তবিশ্লেষণ যন্ত্র

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : রাজ্য সরকারি হাসপাতালে পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতাল বিশেষ স্থান করে নিতে চলেছে। এই হাসপাতালে যুক্ত হতে চলেছে আরও এক গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য পরিষেবা। পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার মধ্যে এই প্রথম দুর্গাপুরে চালু হচ্ছে ব্লাড কম্পোনেন্ট সেপারেশন ইউনিট। মানে রক্তের বিভিন্ন উপাদান লোহিতকণিকা, শ্বেতকণিকা, অনুচক্রিকা ও রক্তরস ইত্যাদি আলাদা করা। রাজ্য সরকারের তহবিল থেকে প্রায় চার কোটি টাকা ব্যয়ে এই ইউনিট গড়ে তোলা হচ্ছে। এটি চালু হলে সংগৃহীত রক্তকে রেড সেল, প্লাজমা ও প্লেটলেট— এই তিনটি উপাদানে আলাদা করা সম্ভব হবে। ফলে রোগীর প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দিষ্ট রক্ত উপাদান ব্যবহার করা যাবে। এর মাধ্যমে এক ব্যাগ রক্ত থেকেই একাধিক রোগীর চিকিৎসা সম্ভব হবে এবং রক্তের অপচয় অনেকাংশে কমবে। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, এই নতুন পরিষেবা চালু হলে দুর্গাপুর ও আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ আরও উন্নত, আধুনিক ও দ্রুত রক্ত পরিষেবা পাবেন।

স্বামীজি-স্মরণ

পুরুলিয়া ১ নম্বর ব্লক যুব তৃণমূলের উদ্যোগে ডিমডিহা কমিউনিটি হলে প্রায় ৫০০ দুঃস্থ মানুষকে শীতবস্ত্র দেওয়া হল। ছিলেন পুরুলিয়া ১ নম্বর ব্লক যুব তৃণমূল সভাপতি রাজিব দুবে, শান্তিরাম মাহাতো, গৌরব সিং, জিতেন মাহাতো, সঞ্জীবলাল সিংহ দেও, সুনীতা বাউড়ি প্রমুখ।

পুরুলিয়া বন বিভাগ ঝালদা রেঞ্জ প্রাঙ্গণে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা শের-এর সহযোগিতায় ৩৪টি নথিভুক্ত যৌথ বন ব্যবস্থাপনা কমিটির উপভোক্তাদের মধ্যে শাড়ি ও পোশাক বিতরণ করল। পরিবেশ রক্ষার লক্ষ্যে দেওয়া হল ফলগাছের চারা। ছিলেন বিধায়ক সুশান্ত মাহাতো।

রাজা লেন সম্মিলনীর উদ্যোগে স্বামীজির জন্মদিনে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করলেন ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের পুরমাতা সুর্পর্ণা দত্ত ও স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব।

বিবেকানন্দের ১৬৪তম জন্মদিনে সান্ধ্যকালীন শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন অনুষ্ঠানে ঠনঠনিয়া স্বামী বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের আয়োজিত অনুষ্ঠানে ছিলেন ক্লাবের সম্পাদক নিমাই কর্মকার, পুরমাতা সাধনা বসু, ওয়ার্ড সভাপতি বুলবুল সাউ প্রমুখ।

দুর্গাপুরে মেগা রক্তদান শিবির। প্রায় ২০০ জন রক্তদান করেন। দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড সেন্টার তা সংগ্রহ করে। উদ্যোক্তা দীপঙ্কর লাহা।

১০
১৩ জানুয়ারি ২০২৬
মঙ্গলবার

আমার বাংলা

13 January, 2026 • Tuesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পিএফ তথ্য নেবেনই শ্রমিকরা: ঋতব্রত

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : নিজেদের পিঠ বাঁচাতে চেপে রাখা হয়েছে পিএফের তথ্য। কিন্তু সেই তথ্য বের করেই ছাড়বেন চা-শ্রমিকরা। শ্রমিকদের পাশে আছে তৃণমূল কংগ্রেস। কোনও ভাঁওতা, বঞ্চনা নয়। সোমবার জলপাইগুড়ি পিএফ অফিস ঘেরাওয়ের মঞ্চ থেকে এমনই হুঁশিয়ারি দিলেন আইএনটিটিইউসি'র রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিনের আন্দোলনে ছিলেন সাংসদ প্রকাশচিক বরাইক, দার্জিলিং জেলা সমতলের আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি নির্জল দে, জেলাসভানেত্রী প্রকাশচিক বরাইক প্রমুখ। পিএফ দফতরের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়ে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, এই দফতর কার্যত বিজেপির নেতাদের কথায় চলছে। কেন্দ্র সরকারের অধীনস্থ একাধিক

মঞ্চে বক্তা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘেরাও কর্মসূচিতে শ্রমিকদের রেকর্ড উপস্থিতি।

চা-বাগানে শ্রমিকদের মজুরি থেকে পিএফের টাকা কেটে নেওয়া হলেও সেই টাকা জমা পড়ছে না বলে দাবি করেন তিনি। এর ফলে চা-শ্রমিকরা চরম আর্থিক সংকটে পড়ছেন। তিনি আরও বলেন, যে সমস্ত চা-বাগান বা কোম্পানি শ্রমিকদের পিএফের টাকা জমা দিচ্ছে না, তাদের একটি তালিকা পিএফ অফিসের কাছে রয়েছে। কিন্তু সেই তালিকা ইচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে না। তালিকা প্রকাশ করা হলে রাজ্য পুলিশের মাধ্যমে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা সম্ভব। পিএফ অফিসের এই নীরবতাই প্রমাণ করে, কার স্বার্থে তারা কাজ করছে। পিএফ নিয়ে চা-শ্রমিকদের ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে। চা শ্রমিকদের পিএফ সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য প্রকাশ্যে আনার দাবিতে জলপাইগুড়ি রিজিওনাল পিএফ অফিস অভিযান আইএনটিটিইউসির। ঋতব্রত বন্দোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে অভিযানে শামিল তরাই ডুয়ার্সের কয়েক হাজার চা-শ্রমিক। এবার চা-বাগানের পিএফ সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য অবিলম্বে প্রকাশ করার দাবিতে, আজ জলপাইগুড়ি রিজিওনাল পিএফ অফিস ঘেরাও করেন আইএনটিটিইউসি। সম্প্রতি আলিপুরদুয়ারে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধরণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫০ টাকা মজুরি ৩০০ টাকা করার আশ্বাস দেন। এ নিয়েই বিজেপির সাংসদ ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ৩৫০ করার ভাঁওতা দেন নিরীহ শ্রমিকদের।

স্বামীজি স্মরণে

মালদহে মাল্যদানে শ্রদ্ধা মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের।

রক্তদান ও একাধিক মানবিক উদ্যোগে উদযাপন কোচবিহারে। কোতোয়ালি থানার ব্যবস্থাপনায় কোচবিহার রাসমেলা মাঠে আয়োজিত উৎসর্গ। ছিলেন কৃষ্ণগোপাল মীনা, বিনোদ গাজমীর, তপন পাল প্রমুখ।

আলিপুরদুয়ারে স্বামীজির মূর্তিতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন সাধারণ মানুষের।

কুয়োয় পড়ল হাতি, মগডালে চিতাবাঘ

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ি : বছরের শুরুতেই দুই জেলায় দুই বন্যপ্রাণকে নিয়ে হুলুস্থুল কাণ্ড। জলপাইগুড়িতে কুয়োয় পড়ে গেল হাতি, শিলিগুড়িতে লোকালয়ে ঢুকে পড়ল চিতাবাঘ। সোজা চড়ে বসল মগডালে! জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর বনাঞ্চল থেকে তিনটি হাতির একটি দল খাবারের সন্ধানে হানা দেয় চা বাগানের শ্রমিক মহল্লায়। আসার সময় একটি হাতি চা বাগানের মধ্যে থাকা গভীর কুয়োয় পরে যাওয়ায়, বাকি দুই গজরাজের আর্ত চিৎকারে জেগে উঠে গোটা চা বাগান। ওই দুই পূর্ণবয়স্ক হাতি কুয়োতে পড়ে যাওয়া শাবককে সকাল থেকেই উদ্ধারের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। পরে ক্রেন দিয়ে উদ্ধআর হয় শাবকটি। এদিকে, সোমবার শিলিগুড়ির ফাঁসিদেওয়া ব্লকের মতিধর চা বাগানের ২৪নম্বর সেকশনে আজ সকালে বাগানের চা শ্রমিকেরা রীতিমত প্রত্যেক দিনের মতোই কাজ করতে গেলে হঠাৎ করে চা শ্রমিকেরা চা বাগানের ভেতরে থাকা গাছের মগডালে চিতা বাঘকে দেখতে পেয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। প্রাণ বাঁচাতে কাজ ফেলে পালিয়ে আসে চা শ্রমিকেরা, খবর দেওয়া হয় মতিধর চা বাগানের ম্যানেজারকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল ছুটে আসে বাগান কর্তৃপক্ষ এবং চা বাগান শ্রমিকদের অন্যরথে কাজের নিয়ে যাওয়া ফাঁসি দেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির ভূমি ও ভূমি রাজস্ব

বনদফতরের চেষ্টায় উদ্ধার হাতি।

শিলিগুড়িতে মগডালে চড়েছে চিতাবাঘ।

দফতরের কর্মদক্ষ শাহিদ হোসেন জানান,এই বাগানে বেশ কিছু চিতা বাঘ ঘোরাফেরা করছে বিষয়টি জানা রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে বনদপ্তরকে জানানো হবে এবং বনদফতরের কাছে আবেদন করা হবে খাঁচা পেতে চিতাবাঘগুলিকে ধরে নিয়ে যাবার।

কেশব হালদারের উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকী পালন করল কোনা বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাব।

কলকাতা পুলিশ সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ হাফ ম্যারাথন ২০২৬-এর রুট ম্যাপ ও ইভেন্ট টি শার্ট উন্মোচন অনুষ্ঠান নগরপাল মনোজ ভার্মা, সাংসদ-অভিনেতা দেব-সহ অন্য পুলিশ আধিকারিকরা।

উন্নয়ন-খতিয়ান দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

(প্রথম পাতার পর)

পথ স্বামীজি আমাদের দেখিয়েছিলেন, তাই আমাদের সবার পাথেয়। স্বামীজির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে বাংলার সকল মানুষ একে অপরকে শ্রদ্ধা করুক ও ভালবাসুক— এটাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা। সেই সঙ্গে তিনি তুলে ধরেন বাংলার বর্তমান প্রশাসন তাঁকে স্মরণ করে স্বামীজির স্মৃতিবিজড়িত স্থানের সংস্কার করেছে। তিনি জানান, স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা জানাতে আমাদের সরকার অনেক কিছু করেছে। বিবেকানন্দের পৈতৃক ভিটে এবং ভগিনী নিবেদিতার স্মৃতিজড়িত কলকাতার বাগবাজার এবং দার্জিলিংয়ের দুই বাড়ি অধিগ্রহণ করে যথাক্রমে রামকৃষ্ণ মিশন ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং সেগুলো এখন সংরক্ষিত হয়ে বহু মানুষের গন্তব্য হয়েছে। বাগবাজারে মায়ের বাড়ির সংস্কারও করা হয়েছে। কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মভূমি-কেন্দ্রে আমরা রামকৃষ্ণ মিশন ও সংলগ্ন এলাকার পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য অনেক কাজ করেছি, আরও করা হচ্ছে।

স্বামীজির অনুপ্রেরণায় রাজ্য সরকার যে উদ্যোগগুলি নিয়েছে তার উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ও দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে নিউ টাউনে একটি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র 'বিবেকতীর্থ' গড়ে তোলা হচ্ছে। এর জন্য জমি আমরা দিয়েছি। রামকৃষ্ণ মিশন এটা তৈরি করছে। নির্মাণের খরচও অনেকাংশে আমরা বহন করছি। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ও দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে নিউটাউনে একটি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র 'বিবেকতীর্থ' গড়ে তোলা হচ্ছে। এর জন্যও আমরা জমি দিয়েছি। রামকৃষ্ণ মিশন এটা তৈরি করছে। নির্মাণের খরচও অনেকাংশে আমরা বহন করছি। নতুন প্রজন্মের কাছে স্বামীজির আদর্শ পৌঁছে দিতে প্রতি বছর তাঁর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আমরা পালন করছি 'বিবেক চেতনা উৎসব'। স্বামী বিবেকানন্দর নামে আমরা যুব সম্প্রদায়ের জন্য বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প (যেমন—স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট-কাম-মিন্স স্কলারশিপ, ইত্যাদি) করেছি। সল্টলেক স্টেডিয়ামের নাম পাল্টে আমরা 'বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন' করেছি।

জবাব চাইল এবার সুপ্রিম কোর্ট

(প্রথম পাতার পর)

বাস্তবিকই অযৌক্তিক এবং অদ্ভুত এক প্রক্রিয়া। ১ কোটি ৩৬ লক্ষ মানুষ এই তালিকায় রয়েছেন। সবটাই হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপে। এই সওয়ালের কোনও জবাব ছিল না কমিশনের কাছে। তাদের আইনজীবী জবাব দিতে দু'সপ্তাহ সময় চান। বেঞ্চ পরিষ্কার জানায় এক সপ্তাহের মধ্যে জবাব দিতে হবে। সিবাল বলেন, স্বেচ্ছাচারী ভঙ্গিতে কাজ অসাংবিধানিক কাজ চলছে। যার জেরে বৈধ ভোটাররা ভোটাধিকার হারাতে পারেন। যা কখনওই মেনে নেওয়া যায় না। একদিকে মাইক্রো অবজারভার বাড়ানো হচ্ছে আর অন্যদিকে অসাংবিধানিক কাজ চলছে— দুটো জিনিস চলতে পারে না।

রাজ্যে ১ কোটি ৩৬ লক্ষ মানুষের শুনানি হওয়ার কথা। নোটিশ পাঠানো হয়েছে মাত্র ৩৪ লক্ষকে। ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে শুনানি। অর্থাৎ হাতে রয়েছে ২৫ দিন। এর মধ্যে কীভাবে সম্ভব হবে এত মানুষের শুনানি। এ-প্রশ্ন তৃণমূল কংগ্রেসের। এর মাঝেই রাজ্যে প্রত্যেক দিন চলেছে মৃত্যুমিছিল। নাম বাদ যাওয়ার আতঙ্ক সর্বত্র। অতিরিক্ত কাজের চাপে ক্ষুব্ধ বিএলও সংগঠনও লাগাতার ধরনা ও বিক্ষোভ চালাচ্ছে। সোমবার মৃত ৭ বিএলও-র ছবি নিয়ে বিএলও বিক্ষোভ হয়। অদ্ভুতভাবে শুনানিতে ডাক পড়ছে যাঁদের তাঁদের মধ্যে রয়েছেন রাজ্যের প্রথিতযশা মানুষ। শুনানিতে ডাক পড়েছে প্রাক্তন মন্ত্রী লক্ষ্মীরতন শুক্লা, তিনবারের সাংসদ দেব, নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেন-সহ বিশিষ্টদের। কেন? এই প্রশ্ন সর্বত্র। সব মিলিয়ে এসআইআর নিয়ে কার্যত ছেলেখেলা করছে কমিশন। যার সঙ্গে রাজ্যের নাগরিকদের ভোটাধিকার জড়িয়ে রয়েছে।

শীতবস্ত্র দিলেন পুলিশ সুপার

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : প্রবল ঠান্ডা থেকে গরিব মানুষজনকে একটু উষ্ণতা দিতে এগিয়ে এল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পুলিশ। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় জেলা পুলিশের উদ্যোগে শুরু হয়েছে সামাজিক প্রকল্প 'সুরক্ষা'। এর মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সময় কোথাও বস্ত্রদান, কোথাও মেডিক্যাল ক্যাম্প, কোথাও ছাত্রছাত্রীদের জন্য বইপত্র বিলি চলছে। পাশাপাশি খেলাধুলারও আয়োজন করা হয়। রবিবার জেলা পুলিশের উদ্যোগে এবং গড়বেতা থানার সহযোগিতায় এলাকার প্রায় তিনশো দুঃস্থ মানুষের হাতে শীতবস্ত্র দেওয়া হল। দিলেন পুলিশ সুপার পলাশচন্দ্র ঢালি স্বয়ং। জানালেন, পুলিশের কর্তব্য পালনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সময় আমরা সামাজিক কাজকর্ম করে থাকি। একটি ফুটবল খেলার আয়োজন করছি, যেটি প্রত্যেকটি থানার অন্তর্গত উচ্চ বিদ্যালয়গুলির অনূর্ধ্ব ১৭ পড়ুয়াদের নিয়ে হবে। খেলার নাম দেওয়া হয়েছে জার্মান কাপ। এই খেলা শেষ হওয়ার পর, ভাল খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ দিয়ে উচ্চতর জায়গায় যাতে খেলানো যায় সেই ব্যবস্থাও করছি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ফের অসুস্থ প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড়। সোমবার আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে ভর্তি করা হয়েছে দিল্লির এমসে। ১০ জানুয়ারি নিজের বাড়িতেই বাথরুমে দু'বার অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন ধনকড়

দিল্লি দরবার

বিহার-ইউপির পরিযায়ীদের হুঁশিয়ারি

লাথি মেরে তাড়াব: রাজ

মুম্বই : হিন্দিভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের লাথি মেরে তাড়িয়ে দেব। উত্তরপ্রদেশ এবং বিহার থেকে মহারাষ্ট্রে আসা পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রকাশ্য জনসভায় সরাসরি এই হুমকি দিলেন মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনার প্রধান রাজ ঠাকরে। তাঁর সুস্পষ্ট হুঁশিয়ারি, ইউপি এবং বিহারের

'হিন্দি চাপাবেন না'

লোকেদের বোঝা উচিত যে হিন্দিকে আমি ঘৃণা করি না। কিন্তু এটি যদি আপনারা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন, আমি আপনাদের লাথি মেরে তাড়িয়ে দেব। বৃহন্মুম্বই পুর নির্বাচনকে সামনে রেখে রবিবার শিবসেনা (উদ্ধব) প্রধান উদ্ধব ঠাকরের সঙ্গে যৌথ জনসভা করেন রাজ। সেখানেই ভাষণ দিতে গিয়ে এই হুমকি দেন তিনি। স্বাভাবিকভাবেই জ্ঞাতিভাইয়ের এই মন্তব্যে কিছুটা অস্বস্তিতে উদ্ধব। এই মন্তব্যকে ঘিরে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে বাণিজ্যনগরীতে। অন্যদিকে বিজেপি-শিন্ডেসেনার ভূমিকা আতঙ্ক ছড়িয়েছে সেরাজ্যের বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের মধ্যেও। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, মহারাষ্ট্রে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার জন্য বিজেপিকেই দায়ী করেছেন ঠাকরে ভাইরা।

লক্ষণীয়, ইতিমধ্যেই বাংলাদেশি তকমা দিয়ে বাংলাভাষীদেরও উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে তা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে রবিবার বিজেপি-শিন্ডেসেনার নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ অনুষ্ঠানেই। গেরুয়া মুখ্যমন্ত্রী এবং উপমুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, বাংলাদেশিদের চিহ্নিত করতে তাঁরা মুম্বই আইআইটির সাহায্যে একটি এআই-টুল তৈরি করাচ্ছেন। অর্থাৎ পুরনির্বাচনে বাজিমাত করতে উগ্র প্রাদেশিকতার যেন এক অলিখিত প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছে মুম্বইয়ে। ১৫ জানুয়ারি পুরনির্বাচনকে সামনে রেখে স্পষ্টতই মারাঠি অস্মিতাকে উসকে দিয়েছেন রাজ। উসকে দিয়েছেন উগ্র প্রাদেশিকতাও। পরিযায়ীদের প্রতি ইঙ্গিত করে মন্তব্য করেন, তারা সবদিক থেকেই মহারাষ্ট্রে এসে আপনাদের ভাগ কেড়ে নিচ্ছে।

কুসংস্কারাছন্ন দল বিজেপি, তোপ তৃণমূলের

১ ফেব্রুয়ারি রবিবারই বাজেট পেশ সংসদে

নয়াদিল্লি: তীব্র বিতর্ক, সমালোচনা সত্ত্বেও অনড় কেন্দ্র। দিনটি রবিবার হলেও এবং গেজেটেড ছুটির দিন হলেও একতরফাভাবেই ১ ফেব্রুয়ারি সংসদে বাজেট পেশের সিদ্ধান্ত নিয়েছে মোদি সরকার। সোমবার জানালেন অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। এই নিয়ে শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক। তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপি আসলে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন।

২৮ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতির অভিভাষণ দিয়ে সংসদের বাজেট অধিবেশন শুরু হবে, চলবে ২ এপ্রিল পর্যন্ত। ২৯ জানুয়ারি অর্থনৈতিক সমীক্ষা পেশ করবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। প্রথম থেকেই রাজনৈতিক মহলে ১ ফেব্রুয়ারি বাজেট পেশ করা নিয়ে নানা প্রশ্ন ওঠে। কিন্তু সরকার আগাগোড়াই তাদের একপেশে সিদ্ধান্তে গুরুত্ব দিতে রবিবার রবিদাস জয়ন্তী কেন্দ্রীয় সরকারের

২০২৭ থেকে সংসদের কার্যক্রম বাংলা-সহ অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায়

গেজেটেড ছুটির দিনেই বাজেট পেশের কথা ঘোষণা করেছে। যদিও কেন্দ্রের একপেশে মনোভাব নিয়ে আগেই তীব্র সমালোচনায় মোদি সরকারকে নিশানা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। মোদি সরকার যা ইচ্ছে তাই করে আসছে। তাদের কিছুই যায় আসে না। বিজেপিকে কুসংস্কারছন্ন দল বলেও তোপ দেগেছে তৃণমূল।

এদিন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা বাজেটের দিন ঘোষণার পাশাপাশি সংসদে লোকসভার ও রাজ্যসভার কার্যক্রম এআই প্রযুক্তিনির্ভর করে তোলার কথা জানিয়েছেন। এছাড়াও আঞ্চলিক ভাষাকে গুরুত্ব দিতে চেয়ে ২০২৭ সাল থেকে সংসদের কার্যক্রম বাংলা ভাষা-সহ অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায় প্রস্তুত করার কথাও জানিয়েছেন স্পিকার বিড়লা। তবে গোটা কার্যপদ্ধতি দ্রুত চালু করা সম্ভবপর নয়। সেক্ষেত্রে গোটা কার্যক্রম শেষ করতে ২০২৭-কে কেন্দ্রীয় সরকার বেছে নিয়েছে বলে জানান তিনি। তৃণমূল কংগ্রেস সংসদে বাংলা এবং অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার দাবি জানিয়ে সোচ্চার হয়েছে। তারা প্রথম থেকেই চাপ তৈরি করেছে বিজেপি সরকারের উপরে।

৩০০ কুকুরকে বিষাক্ত ইঞ্জেকশন দিয়ে খুন করল পঞ্চায়েত প্রধানরাই

হায়দরাবাদ : পথকুকুরদের প্রতি এমন নির্মমতা স্মরণকালে ঘটেছে কি? বোধহয় না। বিষাক্ত ইঞ্জেকশন দিয়ে অন্তত ৩০০ কুকুরকে খুন করা হল তেলেঙ্গানায়। তারপরে গোপনে পুঁতে দেওয়া হল মাটির নিচে। অবলা জীবের প্রতি এমন নৃশংসতার সাক্ষী হল তেলেঙ্গানার হানুমকোন্ডা জেলা। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই খুনের জন্য অভিযুক্ত হয়েছেন নির্বাচিত ২ পঞ্চায়েত প্রধান। শ্যামাপেট এবং আরেপয়াল্লির ২ পঞ্চায়েত প্রধান ছাড়াও আরও ৭

জনের বিরুদ্ধে তদন্তে নেমেছে পুলিশ। সবমিলিয়ে মোট ৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। এত কুকুরকে এমনকরে একইসঙ্গে খুনের ঘটনায় পশুপ্রেমীরা তো বটেই, স্তম্ভিত সভ্য সমাজও। ঝড় উঠেছে নিন্দার। ঘটনাটি জানাজানি হতেই পুলিশ এবং পশুচিকিৎসকের একটি দল রবিবার ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। মাটি খুঁড়ে উদ্ধার করা হয় মৃত কুকুরগুলির দেহ। প্রাথমিক তদন্তে মনে হচ্ছে, ৬ থেকে ৮ জানুয়ারির মধ্যে কুকুরগুলিকে বিষাক্ত ইঞ্জেকশন দিয়ে মারা হয়েছে। করিমনগরের 'স্ট্রে অ্যানিমাল ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনই এই ঘটনা প্রকাশ্যে আনে।

বন্ধুকে খুন করে দেহ ৬ টুকরো

জলন্ধর: টাকা-পয়সা নিয়ে গন্ডগোল। পরিণতিতে দীর্ঘদিনের বন্ধুকে ইঞ্জেকশন দিয়ে খুন করে তাঁর দেহ ৬ টুকরো করে প্লাস্টিকের ড্রামে ভরে পরিত্যক্ত জমিতে ফেলে দিয়ে এল এক কাঠের মিস্ত্রি। ঘটনাটি ঘটেছে, পাঞ্জাবের জলন্দরে। হত যুবকের নাম দবিন্দর কুমার। পেশায় গ্রাফিক্স ডিজাইনার। মঙ্গলবার মুম্বই থেকে ফিরে লুধিয়ানায় গিয়েই দেখা করেন পুরনো বন্ধু সামশেরের সঙ্গে। তারপরেই রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হন দবিন্দর। পুলিশ জানিয়েছে, সামশের তাঁকে খুন করে টুকরো টুকরো দেহ ফেলে দিয়েছে বাইপাসের ধারে। বৃহস্পতিবার উদ্ধার হয়েছে প্লাস্টিকের ড্রামে ভরা ৬ টুকরো দেহ। গ্রেফতার করা হয়েছে সামশের ও তাঁর স্ত্রী কুলদীপ কৌরকে।

হরিয়ানায় বরফের আস্তরণ, শীতলতম দিল্লি

নয়াদিল্লি: জানুয়ারি শুরু থেকে হাড়হিম করা ঠান্ডায় কাঁপছে দিল্লি সহ গোটা উত্তর ভারত। সঙ্গে চলছে শৈত্যপ্রবাহের দাপট। প্রত্যেকদিন পারদ পতন হচ্ছে। সোমবার দিল্লি-সহ হরিয়ানা, গাজিয়াবাদ, উত্তরপ্রদেশে এই মরশুমের শীতলতম দিন জানিয়েছে মৌসম ভবন। এদিনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৩.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সোমবারই মরশুমের শীতলতম দিন জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। দিল্লির গ্রামাঞ্চলে ও হরিয়ানার একাধিক জেলা গুরুগ্রামে শূন্যের নিচে নেমে গেছে তাপমাত্রা। হিসার, পালবাল, রোহতক ফাকা জায়গার ঠান্ডায় দাপটে সোমবার বরফের আস্তরণ দেখা গেছে। ঠান্ডায় ঘরে থেকে খোলা আকাশের নিচে বের হতে পারছে না সাধারণ মানুষ। একইরকম জবুথবু অবস্থা মরুরাজ্য রাজস্থানেও। এরই মধ্যে আবহাওয়া মৌসম ভবনের জানিয়েছে আগামী সপ্তাহ প্রবল ঠান্ডা সঙ্গে শৈত্যপ্রবাহ প্রকোপ অব্যাহত থাকবে। গুরুগ্রামে এদিনের ০.৬ ডিগ্রি নিচে তাপমাত্রা

রেকর্ড করেছে মৌসম ভবন। এমনকী দিল্লি আশপাশের রাজ্য উত্তরাখণ্ড, হিমাচল ও কাশ্মীরে প্রবল তুষারপাতের কারণেই কনকনে ঠান্ডায় প্রকোপ বাড়ছে সমতলে, মত আবহাওয়া বিশেষজ্ঞদের।

আইএমডির পূর্বাভাস, দিল্লি এবং আশপাশের অঞ্চল জুড়ে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধির আগে আগামী সপ্তাহে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে ৩ থেকে ৫ ডিগ্রি কম থাকতে পারে। রাজস্থান, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লি, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডে শৈত্যপ্রবাহের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। দেবভুমি উত্তরাখণ্ড তীব্র ঠান্ডা, ঘন কুয়াশা এবং বরফের আস্তরণে ঢাকা পড়েছে। হরিদ্বার জনাকীর্ণ হর কি পৌরীকে একবারে জনহীন। যা সচরাচর দেখা যায় না। বাগেশ্বর, চামোলি এবং উত্তরকাশীর মতো জেলাগুলিতে জলের পাইপ লাইনে বরফে জমে গিয়েছে। এর ফলে সাধারণ জনজীবনে ব্যহত হচ্ছে।

ঠান্ডার প্রকোপে বেশ কয়েকটি এলাকায় স্কুল বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে প্রসাশন। শৈত্যপ্রবাহ না কমলে এবং তাপমাত্রা স্বাভাবিক না হলে উত্তরপ্রদেশে, দিল্লি গাজিয়াবাদ ও গুরুগ্রামে স্কুল বন্ধ থাকবে জানিয়েছে জেলা প্রসাশন। আপাতত ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত ছোটদের ক্লাস বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে। ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রদের জন্য স্কুল ১০টা থেকে ৩টা পর্যন্ত সময় পরিবর্তন করা হয়েছে।

হিমাচলে বাসস্ট্যান্ডে আগুন ঝলসে মৃত নাবালক-সহ ২

সিমলা: হিমাচল প্রদেশের সোলানে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড! সোমবার ভোরে আর্কি এলাকার এক পুরোনো বাস স্ট্যান্ডে আগুন লেগে যায়। ঘটনার জেরে ঝলসে মৃত্যু হয়েছে বছর সাতেকের এক নাবালকের। পরে উদ্ধারকারীরা ধ্বংসস্তুপের নিচে থেকে উদ্ধার করেছেন আরও এক ঝলসানো মৃতদেহ। পরিচয় জানা যায়নি। এছাড়া কমপক্ষে আটজন ধ্বংসস্তুপের নীচে আটকা পড়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

রবিবার গভীর রাতে আর্কির পুরোনো বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন ইউকো ব্যাঙ্কের কাঠের বাড়িতে আগুন লেগেছিল। আশপাশের বাড়িতে বেশ কয়েকটা গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের কারণে দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার জেরে ৭ থেকে ৮টি বাড়ি সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। শিমলার বালুগঞ্জ, সোলানের বনলাগি ও অম্বুজা সিমেন্ট কোম্পানির দমকল ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করেছে। পুলিশ, দমকল বাহিনী, এনডিআরএফ ও এসডিআরএফ একযোগে উদ্ধার কাজ চালাচ্ছে। ধ্বংসস্তুপ সরাতে দু'টি আর্থমুভার ব্যবহার করা হচ্ছে।

ইরানে প্রবল সরকার-বিরোধী আন্দোলনের মাঝে পড়ে ছয় ভারতীয় গ্রেফতার হয়েছেন বলে খবর ছড়িয়েছিল। এবার সেই রিপোর্ট খারিজ করে দিল তেহরান। এর পাশাপাশি সঠিক তথ্য বিশ্বাসযোগ্য সূত্রের উপর নির্ভর করার আর্জি জানিয়েছেন ভারতে ইরানের রাষ্ট্রদূত

মাত্র ৮ মিনিটেই ছন্দপতন, শ্রীহরিকোটায় ব্যর্থ ইসরোর বহুমূল্য মহাকাশ মিশন

নিখোঁজ অন্বেষা-সহ একাধিক স্যাটেলাইট

নয়াদিল্লি: শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্রে সোমবার সকালে ইসরোর মহাজাগতিক মিশনের স্বপ্ন মাত্র আট মিনিটের মাথাতেই ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। এদিন ১০টা ১৮ মিনিটে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার (ইসরো) পিএসএলভি- সি ৬২ রকেটটি যাত্রা শুরু করে। কিন্তু উড়ানের কয়েক মিনিটের মধ্যে তা ভেঙে পড়ে। ইসরোর এদিনের মিশনের লক্ষ্য ছিল মহাকাশ অর্থনীতির জন্য একটি বিশাল 'সাভার রুম' বা তথাকেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা। প্রথম দুটি পর্যায়ে রকেটটি নিখুঁতভাবে অগ্রসর হলেও তৃতীয় পর্যায়ে পৌঁছতেই ছন্দপতন ঘটে। ভারত মহাসাগরের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় যখন রকেটটি তার তৃতীয় পর্যায়ে (পিএস৩) প্রবেশ করে, তখনই একটি প্রবল যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয়। মিশন কন্ট্রোল সেন্টারের ট্র্যাকিং স্ক্রিনে রকেটের যাত্রাপথ বিচ্যুত হতে শুরু করে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে উপস্থিত বিজ্ঞানীদের মধ্যে চরম উদ্বেগ ছড়ায়। রকেটটি তার নির্ধারিত কক্ষপথ থেকে মারাত্মকভাবে সরে যায়। ফলে বৈপ্লবিক 'ডিস্ট্রিবিউটেড পাওয়ার গ্রিড'-এর প্রমাণস্বরূপ 'এমওআই-১' পেলোডটি তার ৫০০ কিলোমিটার দূরের গন্তব্যে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়। এদিনের মিশনটি সাফল্যের মুখ না দেখার ফলে হায়দরাবাদ-ভিত্তিক স্টার্টআপ 'টেক মি টু স্পেস' এবং 'ইয়ন স্পেস ল্যাবস'-এর উচ্চাকাঙ্ক্ষী রোডম্যাপও এখন এক অনিশ্চয়তার মুখে পড়ল। মহাকাশে একটি সার্বভৌম

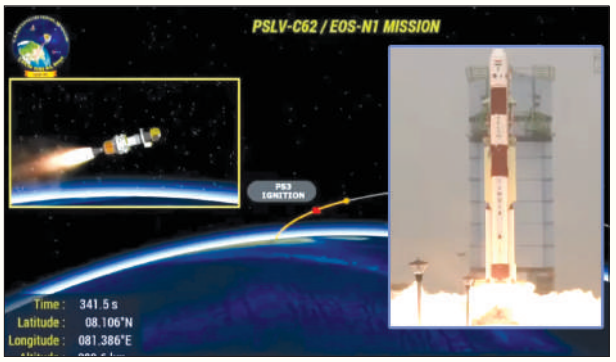

ভারতীয় 'পাওয়ার ব্যাঙ্ক' গড়ার স্বপ্ন ছিল তাদের, যা ছোট ছোট স্যাটেলাইটগুলোকে রিয়েল-টাইমে বিশাল এআই মডেল প্রসেস করার শক্তি জোগাত। এই পরিকাঠামোটি ভারতকে মহাকাশ অর্থনীতির শিল্প মেরুদণ্ডে পরিণত করার ক্ষমতা রাখত। কিন্তু সোমবারের মিশন মুখ থুবড়ে পড়ায় গোটা প্রকল্প ঘিরে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। যদিও স্বপ্নদ্রষ্টারা হাল ছাড়তে নারাজ। এই ব্যর্থতা আবারও মনে করিয়ে দিল যে ইন্টারনেটের ভূগোল বদলাতে প্রস্তুত থাকলেও মহাকাশের দ্বার এখনও অত্যন্ত দুর্গম।

এদিনের এই মিশনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন বা ডিআরডিও-র তৈরি অত্যাধুনিক নজরদারি উপগ্রহ 'অন্বেষা'। মহাকাশ থেকে শত্রু দেশের গতিবিধির উপর নজরদারি চালানোর জন্য এই স্যাটেলাইটটি ভারতের কৌশলগত নিরাপত্তা ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়ার কথা ছিল। তবে রকেটের সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় সেই পরিকল্পনা আপাতত অনিশ্চিত। এদিনের মিশনে ভারতের পাশাপাশি ফ্রান্স, নেপাল ও ব্রাজিলের স্যাটেলাইট ছিল। এছাড়া ভারতীয় বেসরকারি সংস্থা 'ধ্রুব স্পেস'-এর সাতটি স্যাটেলাইটও এই উৎক্ষেপণের অংশ ছিল। মিশন ব্যর্থ হওয়ায় আন্তর্জাতিক মহাকাশ সহযোগিতার ক্ষেত্রেও প্রশ্ন উঠে গেল। ইসরোর বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, মিশনের পিএস-৩ পর্যায়ের শেষের দিকে একটি অসঙ্গতি ধরা পড়েছে। বিষয়টি বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। তবে এই ব্যর্থতা আলাদা করে গুরুত্ব পাচ্ছে, কারণ এটিই পিএসএলভি রকেটের টানা চতুর্থ ব্যর্থ উৎক্ষেপণ। মহাকাশ বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা, এই মিশন ব্যর্থ হওয়ায় হাজার কোটি টাকা মূল্যের স্যাটেলাইটগুলি মহাকাশেই চিরতরে হারিয়ে গিয়েছে। ভবিষ্যতে এমন বিপর্যয় এড়াতে কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে, তার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে ইসরো।

সঙ্গীতশিল্পীর মৃত্যুতে বাংলাদেশে বিতর্ক

ঢাকা: এবার জেলবন্দি অবস্থায় বাংলাদেশে মৃত্যু হল জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী প্রলয় চাকীর। তিনি পাবনা আওয়ামি লিগের সাংস্কৃতিক সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের মামলায় গত ১৬ ডিসেম্বর তাঁকে তাঁর বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এরপর থেকে পাবনা জেলা কারাগারে ছিলেন প্রলয়। বন্দি অবস্থায় অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। রবিবার রাতে রাজশাহি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে তাঁর। বন্দি থাকাকালীন পুলিশি নির্যাতনে এই বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পীর মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ উঠছে।

গত বছর গণ-অভ্যুত্থানের মামলায় ৬০ বছরের এই সঙ্গীতশিল্পীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। প্রশাসনের দাবি, তিনি হৃদ্‌রোগ ও ডায়াবেটিস-সহ একাধিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন। হেফাজতে তাঁর মৃত্যুকে অসুস্থতাজনিত বলে চালানোর চেষ্টা করছে ইউনুস সরকার। অন্যদিকে প্রলয় চাকীর পরিবারের দাবি, কারাগারে যথাযথ চিকিৎসার অভাবে অবহেলায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

নিজেকে এখন ভেনেজুয়েলারও প্রেসিডেন্ট মনে করছেন ট্রাম্প!

ওয়াশিংটন: তিনি শুধু আমেরিকার নন, এখন ভেনেজুয়েলারও প্রেসিডেন্ট! স্বভাবোচিত কায়দায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজেকে এবার ভেনেজুয়েলার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসাবে ঘোষণা করলেন। আর তাঁর এই ঘোষণার পর দক্ষিণ আমেরিকার তেল ও খনিজে সমৃদ্ধ দেশে হোয়াইট হাউসের সরাসরি হস্তক্ষেপ নিয়ে প্রশ্ন উঠে গেল।

কিছুদিন আগেই মাদকযোগের অভিযোগ তুলে ভেনেজুয়েলায় সামরিক অভিযান চালায় আমেরিকা। রাজধানী কারাকাসে বোমাবর্ষণ, গোলাগুলি চালিয়ে সেদেশের প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ও তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে বন্দি করে নিউইয়র্কে নিয়ে আসে মার্কিন সেনা। তাদের বিরুদ্ধে মাদক পাচার ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে বিচার শুরু হয়েছে। মাদুরোর বেনজির অপহরণের পরই ভেনেজুয়েলার ভাইস প্রেসিডেন্ট ও তেলমন্ত্রী ডেলসি রড্রিগেজকে অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। ট্রাম্প সেই সময় দাবি করেছিলেন যে ভেনেজুয়েলা আমেরিকাকে ৩০ থেকে ৫০ মিলিয়ন ব্যারেল ভাল গুণমানের তেল দেবে। আর সেই তেল বিক্রি করবে আমেরিকা। তেলের নিয়ন্ত্রণ আমেরিকার হাতেই থাকবে। তেল নিয়ে একতরফা আগ্রাসনের মধ্যে এবার নিজেকে ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসাবেই ঘোষণা করে দিলেন ট্রাম্প। সেইসাথে কিউবাকেও হুমকি দিয়েছেন তিনি। বলেছেন, এতদিন ভেনেজুয়েলা কিউবাকে যে তেল সরবরাহ করত এবং আর্থিক সাহায্য করত, তা বন্ধ করে দেওয়া হবে।

ব্যক্তির থেকে দল বড়, প্রচার হোক উন্নয়নের

(প্রথম পাতার পর)

সঠিকভাবে মানুষের কাছে তুলে ধরা হয় তার দায়িত্ব আপনাদেরই নিতে হবে। অভিষেক বলেন, আগে যেভাবে রাজনীতি হত বা নির্বাচন হত সেভাবে সোশ্যাল মিডিয়ার কোনও গুরুত্ব ছিল না। কিন্তু এখন সময় বদলেছে। তাই সোশ্যাল মিডিয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। বিজেপি একটা পোস্ট করলে সেটা ক্রস চেক করে তার কাউন্টার পোস্ট করতে হবে। নির্দেশ দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের। উপচে পড়া ডিজিটাল কনক্লেভে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অভিষেক ডিজিটাল যোদ্ধাদের সেনাবাহিনীর মতো তিনটি ভাগে ভাগ করেন। তাঁর কথায়, ভারতীয় সেনার মতো এখানেও তিনটি ভাগ আছে। যাঁরা সংগঠনের কাজ করছেন-দেওয়াল লিখছেন-মিছিলে হাঁটছেন-পতাকা বাঁধছেন, তাঁরা দলের আর্মি। যাঁরা দলের সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করছেন, লিখছেন, কাউন্টার করছেন তাঁরা দলের এয়ারফোর্স। আর আমরা যারা পার্লামেন্টে লড়ছি, হাইকোর্ট-সুপ্রিম কোর্টে লড়ছি-মানুষের সঙ্গে থাকছি, তাদের ধরে নিন নেভি।

এই তিনের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। এই তিনটি এক গতিতে একসঙ্গে ছুটতে শুরু করলে বিরোধীদের চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে সমস্যা হবে না। এবার ২৫০ আসনের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিয়ে বলেন, বাংলায় বিজেপিকে ৫০-এর নিচে নামাব। ওরা কী ভেবেছে!

অভিষেক বলেন, বিজেপি নাকি বিভিন্ন বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের চার্জশিট রিলিজ করবে। তাদের ব্যর্থতা তুলে ধরবে! ডিজিটাল যোদ্ধাদের প্রতি অভিষেকে নির্দেশ, মানুষের কাছে বাংলার প্রতি বিজেপি বঞ্চনার কথা তুলে ধরুন। বলুন মোট ২ লক্ষ কোটি টাকা বকেয়া। হিসেব করে তিনি বলেন, প্রতি বিধানসভায় ৬৮০ কোটি এবং প্রতি বুথে ২.৫ কোটি টাকা বকেয়া। বিজেপি যতবার ক্ষমতায় এসেছে মানুষ তত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, মানুষ বিপদে পড়েছে। ডিজিটাল যোদ্ধাদের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ, বাংলার প্রতিটি ওয়ার্ডে-প্রতিটি অঞ্চলের যারা দলের প্রতিনিধি তারা বিজেপির কাউন্টার করবে। সরকারের উন্নয়নের কাজ মানুষের কাছে উপস্থাপিত করবে। সস্তার আলোচনাচক্রের মন্তব্য শুধুমাত্র লাইক বা ভিউ বা শেয়ার করার জন্য করবেন না। যুক্তি এবং তথ্য দিয়ে পরিসংখ্যান দিয়ে কাজ করবেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পের প্রচার করবেন।

অভিষেক বলেন, আমরা এমন কিছু সৈনিকদের সামনের সারিতে নিয়ে আসতে চেয়েছি যাঁরা বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতির প্রকৃতপক্ষে ধারক ও বাহক। যাঁরা বিজেপির কুৎসা এবং মিডিয়ার মিথ্যে প্রচার-মিথ্যা তথ্য বাংলাকে হেয় করার জন্য, বাংলাকে ছোট করার জন্য, কলুষিত করার জন্য বিভিন্নভাবে টাকাপয়সা ছড়িয়ে ব্যবহার করেছে, তারা নিজেদের বুকের রক্ত দিয়ে ডিজিটাল ব্যারিকেড হয়ে দাঁড়িয়ে এই চক্রান্তে এবং প্রয়াসকে রুখবে। এমনকী দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আলাদা করে বলেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সোশ্যাল মিডিয়ার ছেলেমেয়েরা এত ভাল কাজ করছে আমরা সকলেই কৃতজ্ঞ। এদিনের কনক্লেভে বক্তব্য রাখেন সাংসদ দেব, টিএমসিপি রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য-সহ আরও অনেকে।

এদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় দারুণ কাজের জন্য বেশ কয়েকজনকে পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়া কয়েকজনের পাঠানো প্রশ্নের উত্তরও মঞ্চেই দেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মঙ্গলের আবহাওয়া, বায়ুমণ্ডল নিয়ে পৃথিবীতে বিস্তর গবেষণা হয়েছে। দেখা গিয়েছে, মঙ্গলে জল তরল রাখতে গরম আবহাওয়ার প্রয়োজনই পড়ত না! বরফের পাতলা চাদর তৈরি হত নদী এবং হ্রদের টলটলে জলের উপরে। সেটাই ছিল 'রক্ষাকর্তা'। শীত কেটে গেলে আবার তা মিলিয়ে যেত

পরিবেশবিদ মাধব গ্যাডগিল

সদ্য প্রয়াত হলেন ভারতের প্রখ্যাত পরিবেশবিদ ও বিজ্ঞানী মাধব গ্যাডগিল। পশ্চিমঘাট পর্বতমালা নিয়ে তাঁর যুগান্তকারী কাজ এবং পরিবেশনীতি ও আন্দোলনে তাঁর অবদান ছিল অনস্বীকার্য। লিখলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

কয়েক বছর আগে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছিল কেরল রাজ্য। বন্যার জলে বন্দি ছিল প্রায় লক্ষাধিক মানুষ। মৃতের সংখ্যাও অগুনতি। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছাড়িয়েছিল হাজার হাজার কোটি টাকা। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণ জানতে চাইলে পরিবেশবিদরা বলেছিলেন মানুষ নিজের হাতে ডেকে এনেছে এই বিপর্যয়। এতে কেরলের যে অঞ্চল সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা উত্তর ও মধ্য অঞ্চল। সেই এলাকাগুলিকে আগেই পরিবেশগত ভাবে সংবেদনশীল এলাকা বলে চিহ্নিত করেছিল 'ওয়েস্টার্ন ঘাট ইকোলজি এক্সপার্ট কমিটি'। এই কমিটির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সের গবেষক মাধব গ্যাডগিল। তিনি বলেছিলেন, ''এই বিপর্যয় আসলে মানুষের তৈরি। জরুরি ভিত্তিতে আগাম ব্যবস্থা না নিলে কেরলের জন্য ভবিষ্যতে হয়তো আরও বড় বিপর্যয় অপেক্ষা করছে।''

ভবিষ্যদ্রষ্টা ছিলেন তিনি। সদ্য প্রয়াত হয়েছেন সেই কিংবদন্তি পরিবেশবিজ্ঞানী মাধব গ্যাডগিল। ভারতের বাস্তুতন্ত্র ও জীববৈচিত্র্য নিয়ে তাঁর গবেষণা ছিল গভীর। বিশেষত পশ্চিমঘাট পর্বতমালা নিয়ে তাঁর কাজ ছিল যুগান্তকারী।

সহ্যাদ্রি প্রেমিক গ্যাডগিল

ভারতের পশ্চিমতট রেখা বরাবর রয়েছে এক আশ্চর্য পর্বতমালা। গভীর অরণ্যময় উপত্যকা, কৃষিজমি, নদ-নদীময় এক প্রাকৃতিক ভূভাগ, ভৌগোলিকরা যাকে বলেন সহ্যাদ্রি বা পশ্চিমঘাট। কালিদাসের কাব্য রঘুবংশমে কবির বর্ণনায় এই পশ্চিমঘাট পর্বতমালাকে তিনি আখ্যায়িত করেন এক সুন্দরী যুবতী হিসেবে। সেই কাব্য পড়ে পুণের এক কিশোর এই পর্বতের প্রেমে পড়ে যায়। বাড়ির ছাদ থাকত সে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত সহ্যাদ্রির দিকে। তাঁর কাছে আজীবনের সুন্দরী সহ্যাদ্রি জনগণের কাছে পরিচিত পশ্চিমঘাট নামে। সহ্যাদ্রির প্রতি সেই প্রেম দিনে দিনে বেড়েছিল তাঁর, একথা এক সময় নিজেই বলেছিলেন। তাই পশ্চিমঘাট তাঁর জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল।

শৈশব, কৈশোরে

বিখ্যাত পরিবেশবিদ মাধব গ্যাডগিলের জন্ম ১৯৪২ সালে। বাবা ধনঞ্জয় রামচন্দ্র গ্যাডগিল ছিলেন কেমব্রিজের নামকরা স্কলার, সমাজবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ এবং গোখেল ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন মূল পরিচালক। মাধব গ্যাডগিলের ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ছিল তাঁর বাবার।

ছোটবেলায় বাবা তাঁকে বলতেন, ''যাই হয়ে যাক সবসময় নিজের অন্তরের কথাই শুনো।''একবার অর্থনীতিবিদ ওয়েসিলি লিওনতেফ তাঁদের বাড়ি আসেন এবং বারো বছরের গ্যাডগিলকে জিজ্ঞেস করেন,''তুমি বড় হয়ে কী হতে চাও।'' তখন গ্যাডগিল বলেছিলেন,''আমি জীববিজ্ঞানী হতে চাই।'' আসলে ছোট থেকেই তিনি জানতেন ভবিষ্যতে কী হতে চান।

উচ্চশিক্ষা

বোর্ড পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অর্জনকারী মেধাবী ছাত্র গ্যাডগিল যখন পুণের ফার্গুসন কলেজে জীববিজ্ঞান নিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নিলে তখন গ্যাডগিলের

পরিবার, বন্ধুবান্ধব, শিক্ষকরা হতাশ হন। আসলে এই বিষয় তখন উজ্জল কেরিয়ারের সম্ভাবনা কম ছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও বাবার পূর্ণ সমর্থন পেয়েছিলেন গ্যাডগিল।

পুণের ফার্গুসন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় এবং অধুনা মুম্বই তখনকার বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জীববিজ্ঞানে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপরে হাভার্ড মিউজিয়াম কম্পারেটিভ জুলজির ফিশারি বিভাগের কিউরেটর গিলস মেড তাঁকে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় পড়ার জন্য উৎসাহিত করেন। হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই ১৯৬৯ সালে পিএইচডি করেন। ১৯৭১-এ দেশে ফিরে আগারকর রিসার্চ ইনস্টিটিউটে তাঁর কর্মজীবন শুরু। ১৯৭৩ যোগ দেন বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সে (IISc)। সেখানে দীর্ঘদিন তিনি অধ্যাপনা করেছেন। গবেষক ও শিক্ষাবিদ হিসেবে তাঁর অবদান যেমন উল্লেখযোগ্য, তেমনই ভারতের পরিবেশ আন্দোলনকে সংগঠিত করতে এবং পথের দিশা দেখাতে তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ ।

এই সময় দুটো রিসার্চ সেন্টারের প্রতিষ্ঠা করেন সেন্টার ফর থিওরেটিক্যাল স্টাডিজ এবং সেন্টার ফর ইকোলজিক্যাল স্টাডিজ।

তাঁর অবদান

এই পশ্চিমঘাট পর্বতকে নিয়ে মাধব গ্যাডগিল এক অসামান্য বৈজ্ঞানিক দলিল তৈরি করেছিলেন, যা কী না 'রিপোর্ট অব দ্য ওয়েস্টার্ন ঘাটস ইকোলজি এক্সপার্ট প্যানেল' বা সংক্ষেপে ডব্লুজিইইপি (WGEEP) বলে খ্যাত ছিল। গ্যাডগিল ছিলেন পশ্চিমঘাট পরিবেশ বিশেষজ্ঞ প্যানেলের (WGEEP) সভাপতি, যা সাধারণত 'গ্যাডগিল কমিশন' নামে পরিচিত। পশ্চিমঘাটের পরিবেশগত সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়ন নিয়ে এই কমিশনের রিপোর্ট ভারতীয় পরিবেশ নীতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিল। যদিও ওই রিপোর্টের কিছু সুপারিশকে অত্যন্ত কঠোর বলে সমালোচনার মুখে পড়তে হয়। কমিশনের সুপারিশ ছিল পশ্চিমঘাটকে 'পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল অঞ্চল' (Ecologically Sensitive Zones- ESZ) হিসেবে ঘোষণা করা, যা উন্নয়ন ও সংরক্ষণের মধ্যে ভারসাম্য আনবে। সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলন, বস্তারের অরণ্য সংরক্ষণ এবং পশ্চিমঘাট সংরক্ষণ সংক্রান্ত রিপোর্টে তাঁর অবদান অপরিসীম। ভারতের প্রথম বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ, নীলগীরি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ প্রতিষ্ঠার কাজে তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ছিলেন স্ট্যান্ডফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসর।

স্বীকৃতি ও সম্মান

পরিবেশ সংরক্ষণে আজীবন কাজের স্বীকৃতি হিসেবে মাধব গ্যাডগিল বহু সম্মান ও পুরস্কারে ভূষিত হন। এর মধ্যে ২০১৫ সালে প্রাপ্ত আন্তর্জাতিক 'টাইলার পুরস্কার' উল্লেখযোগ্য পেয়েছেন কর্নাটক সরকারের পক্ষ থেকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান, ভারত সরকারের পদ্মশ্রী সম্মান, পদ্মভূষণ সম্মান, শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার, ভলভো পরিবেশ পুরস্কার, জাতিসংঘের তরফে চ্যাম্পিয়নস অফ দ্য, আর্থ পুরস্কার সহ আরও বহু জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সম্মান।

এলিওকার্পাস গাডগিলি হল একটি বিশেষ প্রজাতির গাছ যা ২০২১ সালে ভারতের কেরল রাজ্যের পালক্কাদ জেলার নেল্লিয়াম্প্যাথি পাহাড় থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রখ্যাত পরিবেশবিদ মাধব গ্যাডগিলের সম্মানে এই গাছটির নামকরণ করা হয়েছে।

বিপিএলে ছেলে হাসান এসাখিলের সঙ্গে জুটি বেঁধে দলকে জেতালেন আফগান তারকা মহম্মদ নবি

রিয়ালকে হারিয়ে সুপার কাপ বার্সার

জেড্ডা, ১২ জানুয়ারি : নতুন বছরের প্রথম এল ক্লাসিকোয় বাজিমাত বার্সেলোনার। মরুশহর জেড্ডায় আয়োজিত ফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদকে ৩-২ গোলে হারিয়ে স্প্যানিশ সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন হলেন লামিনে ইয়ামালরা।

পুরোপুরি ফিট নন। তাই কিলিয়ান এমবাপেকে শুরুতে রিজার্ভ বেঞ্চে বসিয়ে রেখেছিলেন জাবি আলোন্সো। রিয়াল শুরুটাও করেছিল রক্ষণাত্মকভাবে। ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে। ৩৬ মিনিটেই রাফিনহার গোলে এগিয়ে গিয়েছিল বার্সেলোনা। বাঁ প্রান্ত দিয়ে রিয়ালের বক্সে ঢুকে প্রতিপক্ষ গোলকিপার থিবো কুর্তোয়াকে পরাস্ত করেন ব্রাজিলীয় তারকা। এর ঠিক এক মিনিট আগেই সহজ সুযোগ মিস করেছিলেন রাফিনহা। তবে ভুল শুধরে নিলেন দ্রুত।

এই গোলের পরেই ম্যাচ নাটকীয় মোড় নেয়। প্রথমার্ধের সংযুক্ত সময়ে মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে তিন-তিনটি গোলের সাক্ষী থাকেন দর্শকরা! ৪৭ মিনিটে ভিনিসিয়াস জুনিয়রের গোলে ১-১ করে দেয় রিয়াল। রিয়ালের দুই ডিফেন্ডারকে টপকে গিয়ে দুরন্ত গোলে সমতা ফেরান ভিনি। দু'মিনিট পরেই পেদ্রির পাস থেকে বল পেয়ে গোল করে বার্সলোনাকে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন রবার্ট লেয়নডস্কি। নাটকের তখনও বাকি ছিল। সংযুক্ত সময়ের শেষ মুহূর্তে গঞ্জালো গার্সিয়ারের গোলে ২-২ করে ফেলে রিয়াল।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে দু'দলই উদ্দেশ্যহীন ফুটবল খেলেছে। ৭১ মিনিটে ইয়ামালের দূরপাল্লার শট দক্ষতার তুঙ্গে উঠে সেভ করেন কুর্তোয়া। দু'মিনিট পরেই রাফিনহার গোলে ৩-২ ব্যবধানে এগিয়ে যায় বার্সেলোনা। বক্সের ভিতর থেকে নেওয়া রাফিনহার শট রিয়ালের রাউল আসেনসিওর পায়ে লেগে জালে জড়ায়। পিছিয়ে পড়ার পর মরিয়া রিয়াল কোচ আলোন্সো ৭৬ মিনিটে মাঠে নামিয়ে নেন এমবাপেকে। কিন্তু কাজের কাজ করতে পারেননি ফরাসি তারকা। তবে সংযুক্ত সময়ের একেবারে শেষ দিকে এমবাপেকে ফাউল করে লাল কার্ড দেখেন বার্সার ডাচ মিডফিল্ডার ফ্র্যাঙ্কি ডি'ইয়ং। সংযুক্ত সময়ের পঞ্চম এবং ষষ্ঠ মিনিটে পরপর দু'টি সহজ সুযোগ নষ্ট করেন রিয়ালের আলভারো ক্যারেরাস ও আসেনসিও।

হারের পর অখেলোয়াড়চিত আচরণ করে বিতর্ক জড়িয়েছেন এমবাপে। চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনাকে গার্ড অফ অনার দেওয়ার জন্য লাইন দিয়ে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি শুরু করেছিলেন রিয়ালের ফুটবলাররা। কিন্তু এমবাপে সতীর্থদের টেনে সরিয়ে নিয়ে যায়! এদিকে, হ্যান্সি ফ্লিকের কোচিংয়ে চার নম্বর ট্রফি জয়ের পর উৎসবে ভেসে গিয়েছে বার্সেলোনা শিবির।

এল ক্ল্যাসিকোতে জয় ও উপরি পাওনা সুপার কাপ! উচ্ছ্বাসে তাই ফেটে পড়লেন বার্সেলোনার ফুটবলাররা।

অ্যাসেজে মদ্যপান-কাণ্ডের জের

বিশ্বকাপে নজরবন্দি থাকতে হবে ব্রুকদের

লন্ডন, ১২ জানুয়ারি : অ্যাসেজ সিরিজে ক্রিকেটারদের মদ্যপান বিতর্কের জেরে কড়া পদক্ষেপ নিল ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড। আসন্ন শ্রীলঙ্কা এবং ভারতের মাটিতে আয়োজিত টি-২০ বিশ্বকাপে রীতিমতো নজরবন্দি থাকতে হবে হ্যারি ব্রুকের নেতৃত্বাধীন ইংল্যান্ড দলের ক্রিকেটারদের!

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমের দাবি, বিশ্বকাপ চলাকালীন ইংল্যান্ড দলের ক্রিকেটারদের গতিবিধির উপর কড়া নিয়ন্ত্রণ রাখা হবে। সেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারবেন না ব্রুকরা। তার আগে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হবে। নাইট ক্লাব, ক্যাসিনোয় যাওয়ার ক্ষেত্রে কড়া নিষেধাজ্ঞা থাকবে। মাঠের বাইরে ক্রিকেটারদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং দলীয় সংস্কৃতি আরও উন্নতি করতে এই পদক্ষেপ নিচ্ছে ইংল্যান্ড বোর্ড।

প্রসঙ্গত, অ্যাসেজ চলাকালীন অতিরিক্ত মদ্যপানের অভিযোগ উঠেছিল ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে। এছাড়া ব্রিসবেন টেস্ট খেলার সময় ক্রিকেটাররা যে হোটেলে ছিলেন, সেখানকার ক্যাসিনোয় রোজই জুয়া খেলতে দেখা গিয়েছিল ইংল্যান্ডের বেশ কয়েকজন ক্রিকেটারকে। অ্যাসেজের আগে নিউজিল্যান্ড সফরে গিয়ে ম্যাচের আগের দিন নাইট ক্লাবে গিয়ে নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে মারপিট করেছিলেন সাদা বলের অধিনায়ক ব্রুকও। যার জেরে পরে ক্ষমাও চাইতে হয়েছিল তাঁকে। ইংল্যান্ড ক্রিকেটে এমন কার্ফুর উদাহরণ অবশ্য অতীতেও রয়েছে। ২০১৭-'১৮ অ্যাসেজে জনি বেয়ারস্টো ও ক্যামেরন ব্যানক্রফ্টের ঝামলার পর নজরবন্দি করা হয়েছিল দলকে। কিন্তু ব্রেন্ডন ম্যাকালাম কোচ হওয়ার পর, সেসব তুলে দিয়েছিলেন।

ম্যান ইউয়ের বিদায়

কোচের দৌড়ে এগিয়ে ক্যারিক

ওল্ড ট্র্যাফোর্ড, ১২ জানুয়ারি : কোচ বদলেও দুঃসময় কাটছে না ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের। প্রিমিয়ার লিগের সপ্তম স্থানে থাকা ম্যান ইউ এবার এফএ কাপ থেকেও ছিটকে গেল! টুর্নামেন্টের তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচে ব্রাইটনের কাছে ১-২ গোলে হেরে গেলেন ব্রুনো ফার্নান্ডেজরা। ম্যাচের শেষদিকে লাল কার্ড দেখেন ম্যান ইউয়ের তরুণ মিডফিল্ডার শিয়া লেসি।

অধিনায়ক ব্রুনো-সহ প্রথম দলের অধিকাংশ তারকাকেই এই ম্যাচে খেলিয়েছেন ম্যান ইউয়ের অস্থায়ী কোচ ড্যারেন ফ্লেচার। কিন্তু ঘরের মাঠ ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে আয়োজিত ম্যাচের ১২ মিনিটেই প্রথম গোল হজম করে বসে ম্যান ইউ। ব্রাইটনের হয়ে গোল করেন জার্মান মিডফিল্ডার ব্রাজান গ্রুডা। পিছিয়ে পড়ে গোল শোধ করার চেষ্টা চালিয়েও ম্যাচে সমতা ফেরাতে পারেননি ব্রুনোরা। উল্টে ৬৪ মিনিটে ড্যানি ওয়েলবেকের গোলে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় ব্রাইটন। ৮৫ মিনিটে বেঞ্জামিন সেসকোর গোলে ব্যবধান কমালেও, শেষ পর্যন্ত হেরেই মাঠ ছাড়তে হয় ম্যান ইউকে।

ম্যাচের পর হতাশ ফ্লেচারের বক্তব্য, আমরা শুরুটা খারাপ করিনি। কিন্তু খেলার গতির বিরুদ্ধে গোল হজম করে মানসিকভাবে পিছিয়ে পড়ি। প্রথমার্ধে আমরা অত্যন্ত শ্লথগতিতে খেলেছি। ফলে প্রতিপক্ষের কাজটা সহজ হয়ে গিয়েছিল। বিরতির পরেও আমাদের খেলার উন্নতি হয়নি। এদিকে, পরিস্থিতি সামাল দিতে দ্রুত নতুন কোচের নাম ঘোষণা করে দিতে চাইছে ম্যান ইউ কর্তৃপক্ষ। আর নতুন কোচের দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন ক্লাবেরই প্রাক্তন তারকা মাইকেল ক্যারিক। শনিবার ম্যাঞ্চেস্টার সিটির মুখোমুখি হবে ম্যান ইউ। তার আগেই ক্যারিকের নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে দেওয়া হতে পারে।

বায়ার্নের আট গোল

মিউনিখ, ১২ জানুয়ারি : উড়ছে বায়ার্ন মিউনিখ। বুন্দেশলিগায় এখনও পর্যন্ত অপরাজিত জার্মান জায়ান্টরা। এবার প্রতিপক্ষ উলফসবার্গকে গোলের মালা পরিয়ে রেকর্ড গড়ল বায়ার্ন। আলিয়াঞ্জ এরিনায় হ্যারি কেনরা জিতলেন ৮-১ গোলে। দুরন্ত বায়ার্নের পাঁচ ফুটবলার গোল করেছেন। দু'টি গোল আত্মঘাতী। বায়ার্ন কোচ ভিনসেন্ট কোম্পানি ও উইঙ্গার মাইকেল ওলিসের ৫০তম ম্যাচ ছিল। বিশেষ ম্যাচটি জোড়া গোল এবং একটি অ্যাসিস্টে রাঙিয়ে দিলেন ওলিসে। বায়ার্নের হয়ে বাকি গোলগুলি করেছেন লুইস দিয়াজ, হ্যারি কেন, রাফায়েল গুয়েরেইরো এবং লিও গারেৎসকা। লিগে ১৬ ম্যাচে ১৩ জয় ও দু'টি ড্রয়ে শীর্ষে থাকা বায়ার্নের পয়েন্ট ৪২।

সতীর্থের সঙ্গে হ্যারি কেন।

হাঙ্গামায় জিদান-পুত্র, মনে করালেন বাবাকে

মারাকাশ, ১২ জানুয়ারি : বাবার ঘটনাকে মনে করালেন লুকা জিদান। আফ্রিকা কাপ নেশনসের কোয়ার্টার ফাইনালে নাইজেরিয়ার কাছে দু'গোলে হারের পর মেঠো গন্ডগোলে জড়িয়ে পড়েন তিনি। ঘটনাটি ঘটেছে মরক্কোর মারাকাশে। এই হারের ফলে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যায় লুকার দল আলজিরিয়া।

এই ম্যাচের পরই দু'দলের ফুটবলাররা পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কিতে জড়িয়ে পড়েন। আলজিরিয়ার ফুটবলাররা ম্যাচের একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে রেফারির উপর চড়াও হয়েছিলেন। এরপর দুই দল পরস্পরের বিরুদ্ধে চড়া সুর তোলা শুরু করে। যা ছড়িয়ে পড়ে দর্শকদের মধ্যেও। এরমধ্যে জিদান-পুত্রকে সবথেকে সক্রিয় দেখা গিয়েছে। তিনি নাইজেরিয়ার মিডফিল্ডার ফিসায়ো ডেলে বাসিরুকে জাপ্টে ধরেন। বাসিরুর সতীর্থরা তখন তাঁকে উদ্ধার করেন। নাইজেরিয়ার রাফায়েল ওনেদিকের সঙ্গেও ঝগড়া করতে দেখা গিয়েছে জিনেদিন জিদানের ছেলেকে।

প্রথমার্ধে আলজিরিয়ার একটি হ্যান্ডবলের দাবি নাকচ করে দিয়েছিলেন রেফারি। ক্ষোভের সূত্রপাত সেখান থেকেই। রেফারিকে খেলার পরে নিরাপত্তরক্ষীদের সাহায্য মাঠ ছাড়তে হয়েছে। লুকা গোটা টুর্নামেন্টে গোল না খেলেও কোয়ার্টার ফাইনালে দুটি গোল খেয়েছেন। প্রসঙ্গত, ১৯ বছর আগে বিশ্বকাপের আসরে লুকার বাবা জিনেদিন জিদান মার্কো মাতেরাজ্জির বুকে হেড দেওয়ার পর তা নিয়ে তোলপাড় হয়েছিল ফুটবল বিশ্ব। শাস্তি পেয়েছিলেন জিদান।

জিদানের ছেলে লুকাকে আটকানোর চেষ্টায় নিরাপত্তা কর্মীরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

13 January, 2026 • Tuesday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
১৩ জানুয়ারি ২০২৬
মঙ্গলবার

স্লো ব্যাটিং। মহম্মদ রিজওয়ানকে অবসরে পাঠাল মেলবোর্ন রেনগাদে। বিগ ব্যাশের ঘটনা

হ্যারিস-ঝড়ে উড়ে গেল ইউপি

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু
১৪৫-১ (১২.১ ওভার)
ইউপি ওয়ারিয়র্স ১৪৩-৫ (২০ ওভার)

মুম্বই, ১২ জানুয়ারি : পুরনো দলের বিরুদ্ধে বিধ্বংসী গ্রেস হ্যারিস। গ্রেসের ব্যাটিং তাণ্ডবে উড়ে গেল ইউপি ওয়ারিয়র্স। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর অস্ট্রেলীয় ব্যাটারকে যোগ্য সঙ্গত করলেন অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানা। দু'জনের দাপটে মেগ ল্যানিং, দীপ্তি শর্মাদের ইউপি ওয়ারিয়র্সকে ৯ উইকেটে হারিয়ে দিল আরসিবি। হ্যারিস ছিলেন সবচেয়ে আগ্রাসী। তাঁর (৪০ বলে ৮৫) ও স্মৃতির (৩২ বলে ৪৭ অপরাজিত) শাসনে ৪৭ বল হাতে রেখেই জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ১৪৪ রান তুলে দেয় আরসিবি। ম্যাচের সেরা হ্যারিস। টানা দুই ম্যাচ জিতে মেয়েদের প্রিমিয়ার লিগ ডব্লুপিএলের শীর্ষে বেঙ্গালুরু। প্রথম ম্যাচে তারা হারিয়েছিল গতবারের চ্যাম্পিয়ন হরমনপ্রীত কৌরের মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে।

টসে জিতে প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আরসিবি। ইউপি-র শুরুটা খুব ভাল হয়নি। অধিনায়ক মেগ ল্যানিং ও হার্লিন দেওলের উইকেট হারিয়ে চাপে পড়েছিল তারা। হার্লিনকে ফিরিয়ে দেন লরেন বেল। এরপরই অধিনায়ক মেগকে আউট করেন ভারতীয় অফস্পিনার শ্রেয়ঙ্কা পাতিল। কিরণ নভগিরকে সঙ্গে নিয়ে ইউপি-কে লড়াইয়ে ফেরানোর মরিয়া চেষ্টা করেন ফোব লিচফিল্ড। কিন্তু অস্ট্রেলীয় ব্যাটার আগ্রাসী মেজাজে শুরু করেও ২০ রানের বেশি করতে

মাত্র ২২ বলে হাফ সেঞ্চুরির পর গ্রেস হ্যারিস।

পারেননি। কিরণকে (৫) ডাগ আউটে ফেরান নাদিন ডি'ক্লার্ক। লিচফিল্ডকে আউট করেন শ্রেয়ঙ্কা। দু'জনের দাপটে ৫০ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে একটা সময় বেকায়দায় পড়ে ইউপি। সেখান থেকে দলকে লড়াই করার মতো স্কোরে পৌঁছে দেন দীপ্তি শর্মা ও ক্যারিবিয়ান অলরাউন্ডার দিয়ান্দ্রা ডোটিন। অবিচ্ছিন্ন পঞ্চম উইকেট জুটিতে দু'জনে যোগ করেন ৯৩ রান। আরসিবি-র সামনে ১৪৪ রানের লক্ষ্যমাত্রা রাখে ইউপি। দীপ্তি ৩৫ বলে ৪৫ রানে অপরাজিত থাকেন। ৩৭ বলে ৪০ রানে অপরাজিত থাকেন দিয়ান্দ্রা। স্মৃতির দলের সেরা দুই বোলার ছিলেন শ্রেয়ঙ্কা ও নাদিন। দু'জনের ঝুলিতে দু'টি করে উইকেট।

জবাবে আক্রমণাত্মক শুরু করে আরসিবি। অধিনায়ক স্মৃতি ও অস্ট্রেলীয় অলরাউন্ডার গ্রেস হ্যারিসের সামনে অসহায় দেখায় ইউপি-র বোলারদের। স্পিনার দীপ্তিকে দিয়ে বোলিং শুরু করিয়েও লাভ হয়নি। দীপ্তি প্রথম ওভারেই ৯ রান দেন। দুই ভারতীয় পেসার ক্রান্তি গৌড় ও শিখা পাণ্ডেকেও রেয়াত করেননি স্মৃতিরা। ষষ্ঠ ওভার দিয়ান্দ্রা করতে আসেন। তাঁর এক ওভারে চার, ছক্কার ফুলঝুরিতে ৩২ রান তুলে চলতি মরশুমে দ্রুততম অর্ধশতরান করে ফেলেন গ্রেস।

মাত্র ২২ বলে হাফ সেঞ্চুরি করেন অস্ট্রেলীয় অলরাউন্ডার। দিয়ান্দ্রাকে ছক্কা হাঁকিয়ে হাফ সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন গ্রেস। এরপর গ্রেসের তাণ্ডব আরও বাড়ে। স্মৃতিও তাঁকে বেশি স্ট্রাইক দিয়ে ম্যাচ দ্রুত শেষ করতে চান। ১২তম ওভারে গ্রেস আউট হলেন ম্যাচ কার্যত শেষ করে। রিচা ঘোষকে নিয়ে বাকি কয়েকটি রান করে ম্যাচ ফিনিশ করেন স্মৃতি।

ওড়িশার সম্মতি, ১৪ দলেরই আইএসএল

প্রতিবেদন : ওড়িশা এফসি-র আইএসএলে খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা কাটল। সোমবার তারা লিগে অংশগ্রহণের সম্মতি জানিয়ে দিয়েছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনকে। ফলে ১৪টি দলকে নিয়েই হবে এবারের সংক্ষিপ্ত আইএসএল।

ওড়িশার সম্মতির পরেও প্রশ্ন উঠছে। প্রবল আর্থিক সংকটে থাকা ক্লাবটি কীভাবে দল নামাবে লিগে? জানা গিয়েছে সের্জিও লোবেরার ছেড়ে আসা ওড়িশা সম্পূর্ণ ভারতীয় স্কোয়াড নিয়ে খেলতে পারে আইএসএলে। তবে ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ স্টেডিয়াম তারা ওড়িশা সরকারের কাছ থেকে কার্যত নিখরচায় পেয়ে যেতে পারে। লিগের অন্যতম শর্ত হিসেবে এক কোটি টাকা অংশগ্রহণ ফি দিতে হবে ক্লাবগুলিকে। ওড়িশার ক্ষেত্রে এই শর্ত অবশ্য মুকুব করবে না ফেডারেশন।

অন্তত ৫-৬টি ক্লাব (মুম্বই, বেঙ্গালুরু, কেরল ব্লাস্টার্স, চেন্নাইয়িন, গোয়া, হায়দরাবাদ) লিগে অংশগ্রহণের ব্যাপারে শর্তসাপেক্ষে সম্মতি দিয়েছে। শোনা যাচ্ছে, তাদের অনেকেই কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের কাছে আবেদন করেছে সরকারের তত্ত্বাবধানে থাকা স্টেডিয়ামগুলির ভাড়া সম্পূর্ণ মুকুব করার জন্য। এছাড়াও আর্থিক ক্ষতি আটকাতে নিজেদের ফুটবলারদের বেতন কমিয়ে খেলার অনুরোধও করেছে তারা।

সোমবার দুপুর ১২টা পর্যন্ত হোম ম্যাচের ভেনু জানানোর চূড়ান্ত সময়সীমা ছিল ক্লাবগুলির কাছে। ইন্টার কাশীর মতো অনেকেই আরও কিছুটা সময় চেয়েছে। কল্যাণী ও বারাসতকে ঘরের মাঠ হিসেবে দেখাতে চায় কাশী। মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল যথারীতি যুবভারতীকেই দেখিয়েছে তাদের হোম ভেনু। মহামেডান খেলবে কিশোরভারতীতেই।

ফেডারেশন সূত্রে জানা গিয়েছে, ওড়িশার সম্মতি এসে যাওয়ায় এবার সবার আগে ক্লাবগুলির সঙ্গে আলোচনা করে গভর্নিং কমিটি তৈরি করতে হবে এআইএফএফ-কে। সেখানে দুই পক্ষের সমান প্রতিনিধি থাকার কথা। এরপরই ফরম্যাট ও সূচি চূড়ান্ত হবে। ম্যাচের সংখ্যা (প্রাথমিকভাবে ৯১) চূড়ান্ত হলে এএফসি-র কাছে মহাদেশীয় স্লটে ছাড় চাইবে এআইএফএফ। এরপর ভেনু পরিদর্শন-সহ লিগ সংগঠনের বিভিন্ন কাজ এগোতে চাইছে ফেডারেশন। ১৪ ও ১৫ জানুয়ারি এবারের আইএসএলের জন্য সম্প্রচার ও বাণিজ্যিক সঙ্গীর খোঁজেও টেন্ডার ডাকার কথা।

বর্ধমানের ড্র

প্রতিবেদন : বেঙ্গল সুপার লিগ জমে উঠেছে। টানা চার ম্যাচ জেতার পর বর্ধমান ব্লাস্টার্সের জয়রথ থামল। জায়ান্ট কিলার মেদিনীপুর এফসি-র কাছে আটকে গেল সন্দীপ নন্দীর দল। বোলপুর স্টেডিয়ামে ম্যাচ গোলশূন্য ড্র। ১০ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে ছয় নম্বরে বর্ধমান।

ভামরিদের জয়

অকল্যান্ড : এবিসি ক্লাসিক টেনিস টুর্নামেন্টে পুরুষদের ডাবলসের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন শীর্ষ বাছাই যুকি ভামরি ও আন্দ্রে গোরানসন। সোমবার ভামরি-গোরানসন জুটি ৬-৩, ৬-২ স্ট্রেট সেটে হারিয়েছেন প্রতিদ্বন্দ্বী অজিত রাই ও ইয়ান জুলিয়ান-রজারকে।

জয়ী পাওয়ারপ্ল্যান্ট

প্রতিবেদন : দুর্গাপুরে আইএনটিটিইউসি অনুমোদিত 'তৃণমূল কংগ্রেস ইউনিয়ন ফর পাওয়ার এমপ্লয়িজ অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল' আয়োজন করেছিল ইন্টার ভিপিএল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। সেখানে চ্যাম্পিয়ন হয় পাওয়ার প্ল্যান্টের টিম। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অরিজিৎ মন্ডল-সহ কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্ববৃন্দ।

হ্যান্ডশেক? ওড়ালেন সাবালেঙ্কা

ব্রিসবেন, ১২ জানুয়ারি : অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের আগে বছরের প্রথম টুর্নামেন্ট দাপটের সঙ্গে জিতেছেন আরিয়ানা সাবালেঙ্কা। কিন্তু জিতেও তাঁকে অস্বস্তির মুখে পড়তে হয়েছে। যেহেতু ফাইনালে তিনি যাঁকে হারিয়েছেন সেই মার্তা কোস্তিউক খেলার শেষে তাঁর সঙ্গে হাত মেলাননি।

ব্রিসবেনের এই টুর্নামেন্ট দিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের প্রস্তুতি সারলেন সাবালেঙ্কা। এটা ২০২৬-এ তাঁর প্রথম ট্রফি। কিন্তু ফাইনালে সাবালেঙ্কার স্কিলের থেকেও এখন বেশি চর্চা হচ্ছে তাঁর সঙ্গে কোস্তিউকের হাত না মেলানো নিয়ে নিয়ে।

ইউক্রেনের কোস্তিউক ২০২২ থেকে এক পলিসি ধরে রেরেছেন। তিনি রাশিয়া বা বেলারুশের কোনও খেলোয়াড়ের সঙ্গে কোর্টে হাত মেলান না। এটা ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণের প্রতিবাদে। কোয়ার্টার ফাইনালে রাশিয়ার মিরা আন্দ্রেভাকে হারিয়েও ২৩ বছরের ইউক্রনীয় তারকা হাত মেলাননি। সাবালেঙ্কা অবশ্য এটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না। তিনি বলেছেন, এটা ওদের সিদ্ধান্ত। আমি কী করব? আমি এসবে মাথা ঘামাই না। টেনিস খেলতে নামলে শুধু খেলাটা নিয়েই ভাবি। প্রতিপক্ষ কী করছে বা ভাবছে সেটা আমার দেখার কথা নয়।

সাবালেঙ্কা পরিষ্কার বলেছেন, কোর্টে নামলে টেনিস আর জেতা নিয়ে ভাবি। সামনে কোস্তিউভা বা জেসিকা পেগুলা খেলছে কিনা মাথা ঘামাই না। আমি শুধু কোর্টে সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করি। আমার আর কিছু প্রমাণ করার নেই। শুধু আরেকজন অ্যাথলিটের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা ছাড়া। সাবালেঙ্কা ফাইনালে ৬-৪, ৬-৩ সেটে জিতেছেন। তাঁর সামনে এখন চতুর্থবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জয়ের সুযোগ।

ডেভিস কাপে নেই জকোভিচ

বেলগ্রেড, ১২ জানুয়ারি : ডেভিস কাপে চিলির বিরুদ্ধে ম্যাচ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন নোভাক জকোভিচ। আগামী ৬-৮ ফেব্রুয়ারি চিলির মাটিতে ডেভিস কাপের ওয়ার্ল্ড গ্রুপের ম্যাচ রয়েছে সার্বিয়ার। যদিও জকোভিচকে ছাড়া ডেভিস কাপের দল ঘোষণা করল সার্বিয়া টেনিস সংস্থা। অস্ট্রেলিয়ান ওপেন শেষ হবে ১ ফেব্রুয়ারি। তারপর অস্ট্রেলিয়া থেকে চিলি পৌঁছে তাঁর পক্ষে ডেভিস কাপের ম্যাচ খেলার ধকল তাঁর শরীর নিতে পারবে না।

৩৮ বছর বয়সি সার্ব টেনিসে তারকার পুরো ফোকাস এখন মরশুমের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যামে। চোটের কারণে মেলবোর্ন ইন্টারন্যাশনাল থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন জকোভিচ। ফলে তাঁর অস্ট্রেলিয়া ওপেনে খেলা নিয়ে শঙ্কায় ছিলেন ভক্তরা। যদিও জকোভিচের ঘনিষ্ঠ মহলের দাবি, তিনি অস্ট্রেলিয়া ওপেনে খেলবেনই। এদিকে, মরশুমের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেলতে রবিবার সকালেই মেলবোর্নে পৌঁছে গিয়েছেন গতবারের চ্যাম্পিয়ন জানিক সিনার এবং কার্লোস আলকারেজ। প্র্যাকটিসও শুরু করে দিয়েছেন দু'জনে।

সিন্ধু-লক্ষ্যদের নতুন চ্যালেঞ্জ

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি : মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে ইন্ডিয়া ওপেন সুপার ৭৫০ ব্যাডমিন্টন। আর পিভি সিন্ধু, লক্ষ্য সেন-সহ একঝাঁক ভারতীয় শাটলার অংশগ্রহণ করছেন এই টুর্নামেন্টে। নতুন বছরের শুরুটা আশা জাগিয়ে করেছেন সিন্ধু। সদ্যসমাপ্ত মালয়েশিয়া ওপেনের সেমিফাইনালে উঠেছিলেন জোড়া অলিম্পিক পদকজয়ী ভারতীয় তারকা। এবার দেশের মাটিতে বাড়তি আত্মবিশ্বাস নিয়ে কোর্টে নামবেন। ২০১৭ সালের ইন্ডিয়া ওপেন চ্যাম্পিয়ন সিন্ধু মেয়েদের সিঙ্গলেসর প্রথম রাউন্ডে মুখোমুখি হবেন ভিয়েতনামের নগুয়েন থুই লিনের।

অন্যদিকে, ২০২২ সালের চ্যাম্পিয়ন লক্ষ্য গত বছরের শেষটা করেছিলেন অস্ট্রেলিয়ান ওপেন সুপার ৫০০ চ্যাম্পিয়ন হয়ে। তবে নতুন বছরের শুরুটা ভাল হয়নি তাঁর। মালয়েশিয়া ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ড থেকেই ছিটকে গিয়েছিলেন। ইন্ডিয়া ওপেনে লক্ষ্য অভিযান শুরু করবেন আরেক ভারতীয় শাটলার আয়ুষ শেঠির বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে। আয়ুষ আবার গত বছর ইউএস ওপেন সুপার ৩০০ খেতাব জিতে বড় চমক দিয়েছিলেন। ছেলেদের সিঙ্গলসে ভারতের আরও দুই বড় নাম কিদাম্বি শ্রীকান্ত এবং এইচ এস প্রণয়। ছেলেদের ডাবলসে ভারতের সেরা অস্ত্র সাত্ত্বিকসাই রানকিরেড্ডি ও চিরাগ শেঠি জুটি।

ভারতীয় বোর্ডের জন্যই কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারে না আইসিসি। বললেন প্রাক্তন স্পিনার সঈদ আজমল

রোহিত ফিরতেই মাঠের উল্লাস দেখে ভাল লাগেনি বিরাটের

এমএসের সঙ্গেও এরকমই হত

বরোদা, ১২ জানুয়ারি : মাত্র ৭ রানের জন্য বরোদায় সেঞ্চুরি মিস করেছেন বিরাট কোহলি। কিন্তু এর জন্য তাঁর খারাপ লাগেনি। খারাপ লেগেছে রো-কো জুটির পার্টনারের জন্য। বলার দরকার নেই ইনি রোহিত শর্মা। যিনি আউট হওয়ার পর আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল কোটাম্বি আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম।

রোহিত আউট হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন আর গ্যালারি হইহই করে উঠছে, এটা বিরল দৃশ্য। সাধারণত দেখাই যায় না। কিন্তু সেটাই হয়েছে প্রথম একদিনের ম্যাচে। গ্যালারির এই উল্লাস বিরাট এবার নামবেন বলে। কিন্তু বিষয়টা মোটেই ভাল লাগেনি বিরাটের। তিনি ম্যাচের পর বলেছেন, আমার এই ব্যাপারটা খুব খারাপ লাগে। এমএসের (ধোনি) সঙ্গেও এটা হতে দেখেছি। আমি বুঝি লোকে উত্তেজিত হয়ে পড়ে। আমি তখন মনটা খেলার মধ্যে রাখতে চেষ্টা করি। তবে লোকে আমার খেলা দেখতে আসছে বলে আমি ওদের কাছে কৃতজ্ঞ। আসলে লোককে খুশি দেখতে আমার ভাল লাগে।

বরোদায় টানা পঞ্চম আন্তর্জাতিক ইনিংসে হাফ সেঞ্চুরি করেছেন বিরাট। ৩০১ রান তাড়া করে ভারত অনায়াসে জিতেছে বিরাটের জন্য। তিনি অবশ্য আবার জানিয়ে দিলেন যে মাইলস্টোনের জন্য খেলেন না। মাথায় শুধু এটা থাকে জিততে হবে। বিরাটের মতে, তিন নম্বর জায়গাটা খুব ট্রিকি। তোমাকে ঝুঁকি না নিয়েও আগ্রাসন দেখাতে হবে। রবিবারের ম্যাচে যেমন তিনি ঠিক করেছিলেন দ্রুত ২০ বলের পার্টনারশিপ খেলে নিতে হবে। যে কাজে বিরাট সফল হয়েছিলেন।

রোহিতও কিন্তু দারুণ ফর্মে রয়েছেন। প্রথম ম্যাচে বেশ ঝোড়ো শুরু করেছিলেন। তবে ২৬ বলে ২৯ রান করে আউট হয়ে যান কাইল জেমিসনের বলে। লং অফের উপর দিয়ে তুলে মারতে গিয়েছিলেন হিটম্যান। শটের টাইমিং ঠিক হয়নি। তিনি যখন ফিরে যাচ্ছেন তখনই গ্যালারির উল্লাস শুরু হয়েছিল বিরাট নামছেন বলে। বিরাট তাদের নিরাশ করেননি।

আইসিসির চিঠি নিয়ে মিথ্যাচার বাংলাদেশের

দুবাই, ১২ জানুয়ারি : টি-২০ বিশ্বকাপ খেলতে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের ভারতে আসা নিয়ে জটিলতা ক্রমশ বাড়ছে। সোমবার বাংলাদেশের ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল দাবি করেছিলেন, আইসিসি-র নিরাপত্তা বিভাগও আশঙ্কা করছে, বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে এলে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে! যদিও সেই দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছে আইসিসি।

ক্রীড়া উপদেষ্টা জানিয়েছিলেন, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে লেখা আইসিসি-র নিরাপত্তা বিভাগের চিঠিতে তিনটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। এক--বিশ্বকাপ দলে মুস্তাফিজুর থাকলে। দুই--বাংলাদেশের সমর্থকরা জাতীয় দলের জার্সি গায়ে রাস্তায় ঘুরলে। তিন-- বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন যত এগিয়ে আসবে, ততই সমস্যা আরও বাড়বে।

যদিও সংবাদসংস্থাকে এই প্রসঙ্গে আইসিসির একটি সূত্র জানিয়েছে, বাংলাদেশের ক্রীড়া উপদেষ্টার দাবি পুরোপুরি মিথ্যা। নিরাপত্তা ইস্যুতে বাংলাদেশে বোর্ডের সঙ্গে আইসিসির একটা প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে ঠিকই। কিন্তু সেই আলোচনায় আইসিসি একবারও বলেনি যে, মুস্তাফিজুর খেললে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। এই দাবি মিথ্যাচার ছাড়া অন্য কিছু নয়। আইসিসি নিরাপত্তা নিয়ে কোনও চিঠিও দেয়নি। পুরোটাই আলোচনা হয়েছে এবং সেটা একেবারে প্রাথমিক স্তরের। ওই আলোচনায় ক্রীড়া উপদেষ্টা যে দাবিগুলো করেছেন, তা নিয়ে একবারও কথা হয়নি।

এর আগে আইসিসি-কে একহাত নিয়ে বাংলাদেশের ক্রীড়া উপদেষ্টা বলেছিলেন, আইসিসি যদি ভাবে, আমরা নিজেদের সেরা বোলারকে বাদ দিয়ে বিশ্বকাপ দল গড়ব, সমর্থকরা দেশের জার্সি পড়তে পারেবন না এবং বিশ্বকাপের জন্য নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া হবে-- তাহলে বলতেই হচ্ছে উদ্ভট ও অবাস্তব ভাবনা। এদিকে, ভারতীয় বোর্ডের পক্ষ থেকে সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া সোমবার জানিয়েছেন, চেন্নাই বা তিরুবনন্তপুরমে বাংলাদেশের ম্যাচ সরিয়ে নিতে নির্দেশ দেয়নি আইসিসি।

ছিটকে গেলেন ওয়াশিংটন, দলে বাদোনি

ওপেন করার থেকে ছয়ে খেলা বেশি চাপের : রাহুল

বরোদা, ১২ জানুয়ারি : কেএল রাহুল ক্রিকেটজীবন শুরু করেছিলেন ওপেনার হিসেবে। গত কয়েক বছরে জাতীয় দলে সাদা বলের ক্রিকেটে তাঁর ভূমিকা বদলেছে। এখন তিনি ভারতীয় ওয়ান ডে দলে অন্যতম ভরসাযোগ্য মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান। কিন্তু পাঁচ নম্বরে সফল হওয়ার পরেও গৌতম গম্ভীরের জমানায় রাহুল ব্যাট করছেন ছ'নম্বরে। সেখানেও নিজের খেলার ধরন বদলে ভারতের জয়ে অবদান রাখছেন রাহুল। বরোদায় নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ওয়ান ডে-তে এই কাজটা আরও একবার সফলভাবে করেছেন তিনি।

ম্যাচের পর রাহুল বলেন, ওপেনিংয়ের থেকে ছ'নম্বরে ব্যাট করা বেশি চাপের। কারণ, সেই জায়গায় একটি ভুলই ম্যাচের ফলাফলে পার্থক্য গড়ে দিতে পারে। এরপর সব দোষ এসে পড়ে সেই ব্যাটসম্যানের উপরে। তবে এই চাপ উপভোগ করেন অভিজ্ঞ রাহুল। তাঁর কথায়, চাপের মুখে প্রত্যেকবার পড়তে হয় বলেই আমি দলের কাছে কৃতজ্ঞ। চাপ কাটিয়ে দলকে বের করে আনার নতুন রাস্তা খোঁজার কাজটা করতে আমার ভাল লাগে। এভাবে দলের জন্য খেলে যেতে চাই। পাঁচ বা ছয়ে নামলে প্রত্যেকবার নতুন পরীক্ষার মুখে পড়তে হয়। এটা আলাদা চ্যালেঞ্জ। এতে নিজের ব্যাটিং নিয়ে স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায়। ব্যাটে-বলে সফল পেসার হর্ষিত রানা আবার জানিয়েছেন, দল তাঁকে অলরাউন্ডার হিসেবে দেখতে চায়।

এদিকে প্রথম ওয়ান ডে-তে পাঁজরে চোট পাওয়া ওয়াশিংটন সুন্দর সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন। তাঁর জায়গায় দিল্লির তরুণ ব্যাটার আয়ুষ বাদোনি এলেন স্কোয়াডে। আয়ুষ অফ স্পিন করতেও দক্ষ। প্রথমবার ভারতীয় দলে আয়ুষ। ঘরোয়া ওয়ান ডে-তে ২৭ ম্যাচে ৬৯৩ রান করেছেন আইপিএলে লখনউ সুপার জায়ান্টসের ব্যাটার।

সেমিফাইনালে কর্নাটক-সৌরাষ্ট্র

বেঙ্গালুরু, ১২ জানুয়ারি : বিজয় হাজারে ট্রফির সেমিফাইনালে উঠল কর্নাটক ও সৌরাষ্ট্র। সোমবার কোয়ার্টার ফাইনালে কর্নাটক হারিয়েছে মুম্বইকে। অন্যদিকে, সৌরাষ্ট্র জিতেছে উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে। কর্নাটকের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগেই বড় ধাক্কা খেয়েছিল মুম্বই। আঙুলে চোট পেয়ে ছিটকে যান দুর্দান্ত ফর্মে থাকা সরফরাজ খান। প্রথমে ব্যাট করে ৫০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ২৫৪ রান তুলেছিল মুম্বই। সর্বোচ্চ ৮৬ রান করেন শামস মুলানি। রান তাড়া করে নেমে কর্নাটক ৩৩ ওভারে ১ উইকেটে ১৮৭ রান তোলার পর, বৃষ্টির কারণে খেলা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ভিজেডি পদ্ধতিতে ৫৫ রানে ম্যাচ জিতে নেয় কর্নাটক। কর্নাটকের দেবদূত পাড়িক্কল ৮১ রানে এবং করুণ নায়ার ৭৪ রানে অপরাজিত থাকেন। অন্য কোয়ার্টার ফাইনালেরও নিষ্পত্তি হয়েছে ভিজেডি পদ্ধতিতে। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে ৫০ ওভারে ৮ উইকেটে ৩১০ তুলেছিল উত্তরপ্রদেশ। জবাবে সৌরাষ্ট্র ৪০.১ ওভারে ৩ উইকেটে ২৩৮ রান তুলে ভিজেডি পদ্ধতিতে ১৭ রানে জিতে যায়।

বিরাট অন্য উচ্চতার, মুগ্ধ শ্রেয়স-জেমিসন

বরোদা, ১২ জানুয়ারি : তিন ফরম্যাটের মধ্যে দু'টি থেকেই অবসর ঘোষণা করে দিয়েছেন আগেই। এখন ভারতের হয়ে শুধু একদিনের ক্রিকেটে খেলেন। আর তাতেই বিরাট স্পর্শে মুগ্ধ সবাই। সেই তালিকায় নিউজিল্যান্ডের অলরাউন্ডার কাইল জেমিসন যেমন রয়েছেন, রয়েছেন সতীর্থ শ্রেয়স আইয়ারও। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম ওয়ান ডে-তে নিজের ৫৪তম সেঞ্চুরি থেকে মাত্র ৭ রান দূরে থামেন বিরাট। তাঁকে ফেরান কিউয়ি পেসার জেমিসনই। তবে ভারতের ম্যাচ জিততে অসুবিধা হয়নি।

ম্যাচের পর সংবাদমাধ্যমের সামনে জেমিসন বলেছেন, বিরাট তার কেরিয়ারের সেরা ছন্দে রয়েছে কি না, প্রতিপক্ষ দলের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তা বলা কঠিন। আমি তো মনে করি, এই ছন্দ বিরাট শুরু থেকে দেখিয়ে আসছে। এরপরই তিনি যোগ করেন, প্রত্যেকবার নতুন লড়াইয়ের আগে মনে হয় এবার ওর বিরুদ্ধে নিজের সর্বস্ব উজাড় করে দিতে হবে। কিন্তু বিরাট অন্য উচ্চতার ক্রিকেটার। ফলে ওর বিরুদ্ধে সমানে টক্কর দিতে হলে নিজেকেও সেই উচ্চতায় নিয়ে যেতে হবে। আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুতে খেলেছেন জেমিসন। ফলে বিরাটকে কাছ থেকে দেখেছেন তিনি। তাতে কি বিরাটকে আউট করার পরিকল্পনা ধাক্কা খেয়েছে? জেমিসন বলছেন, প্রত্যেক বোলারেরই নির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকে। কিন্তু বিরাটের মাপের ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে সবসময় পরিকল্পনা খাটে না। বরং দূর থেকে ওর খেলা দেখতেই আমার সবচেয়ে বেশি ভাল লাগে। ভারতীয় বোর্ডের শেয়ার করা ভিডিওয় বিরাটের প্রশংসা শোনা গিয়েছে শ্রেয়সের গলাতেও। তিনি বলেন, বিরাটের ইনিংস নিয়ে যাই বলা হোক, তা কম পড়বে। বছরের বছর ধরে বিরাট আমাদের আনন্দ দিয়ে চলেছে। যেভাবে ও স্কোরবোর্ড সচল রাখে বা বোলারদের বিরুদ্ধে আগ্রাসী হয়ে ওঠে, তা নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই।